আল কুরআনের সার-সংক্ষেপ

খতমে তারাবীহর ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত

মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব আলী

www.amarboi.org

আল কুরআনের সার-সংক্ষেপ

খতমে তারাবীহর ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত

মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব আলী
এম. এম. এম. এ.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৩৪

২য় প্রকাশ
শাবান ১৪৩১
শ্রাবণ ১৪১৭
জুলাই ২০১০

বিনিময় ঃ ৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AL QURANER SHAR-SONKHEP. by Mowlana MD. Tyab Ali. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 85.00 Only

www.amarboi.org

www.amarboi.org

বইটির বৈশিষ্ট্য

⁜ খতমে তারাবীহের ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে। দেশের বেশীর ভাগ এলাকায় সাতাশে রমজানে খতম শেষ হয়ে থাকে, সে হিসেবে ২৭ ভাগে ভাগ করে অত্র 'সারসংক্ষেপ' সাজানো হয়েছে।

⁜ পয়েন্ট সাজানোর সময় আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

⁜ কোনো কোনো পয়েন্টে আয়াতের হুবহু অনুবাদ এবং কোনো কোনো পয়েন্টে আয়াতের ভাবার্থ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

⁜ আগ্রহী পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে পয়েন্টের শেষে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

⁜ তথ্যসমূহ সংগ্রহের বিভিন্ন প্রামাণ্য সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

⁜ বইটির ভাষা সহজ ও সাবলিল করার জন্য চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

www.amarboi.org

বইটি থেকে অধিক ফায়দা হাসিলের জন্য কতিপয় পরামর্শ

* খতমে তারাবীহ নামাযে হাফেজগণ কুরআন মজীদের যে অংশটুকু তেলাওয়াত করবেন দিনের বেলায় সে অংশটুকু সারসংক্ষেপসহ একবার পড়ে নিতে পারেন।

* ইমাম আলোচকগণ সারসংক্ষেপের মধ্য হতে পয়েন্টগুলোকে মুসল্লীগণের সামনে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করবেন।

* মুসল্লীগণের নিকট আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য কুরআন মজীদের মূল আয়াতাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

* কোনো এলাকায় খতমে তারাবীহের সংখ্যা সাতাশ-এর কম/বেশী হলে সেখানে সারসংক্ষেপটিকে সুবিধামত ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

* রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসগুলোতে জুমআর নামাযের আগে অথবা সুবিধাজনক অন্য কোনো সময়ে সারসংক্ষেপটির অংশবিশেষ পড়ে শোনানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

www.amarboi.org

এক নজরে আল কুরআন পরিচিতি

❑ পারা সংখ্যা	ঃ ৩০ পারা
❑ সূরা সংখ্যা	ঃ ১১৪টি
❑ মাক্কী সূরা	ঃ ৮৬টি
❑ মাদানী সূরা	ঃ ২৮টি
❑ সবচেয়ে বড় সূরা	ঃ আল বাকারা ২৮৬ আয়াত
❑ সবচেয়ে ছোট সূরা	ঃ আল কাওছার ৩ আয়াত
❑ আয়াত সংখ্যা	ঃ ৬,৬৬৬টি হযরত আয়েশা (রা)-এর গণনায় ৬,২৫০টি হযরত ওসমান (রা)-এর গণনায় ৬,২৩৬টি হযরত আলী (রা)-এর গণনায়
❑ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত	ঃ সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত
❑ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত	ঃ সূরা আল বাকারা ২৮১ নং আয়াত
❑ শব্দ সংখ্যা	ঃ ৮৬,৪৩০টি
❑ হরফ সংখ্যা	ঃ ৩,২০,২৬৭টি প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ৩,২২,৬৭১টি ইবনে মাসউদ (রা) -এর মতে ৩,২৩,৭৬০টি অনেকের মতে
❑ সিজদার সংখ্যা	ঃ ১৪টি প্রসিদ্ধ মতে ১৫টি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে
❑ রুকূ' সংখ্যা	ঃ ৫৪০টি
❑ ওয়াক্ফ সংখ্যা	ঃ ৫৫৮টি
❑ মনযিল সংখ্যা	ঃ ০৭টি
❑ ওয়াদার আয়াত সংখ্যা	ঃ ১০০০টি
❑ ভীতি প্রদর্শক আয়াত সংখ্যা	ঃ ১০০০টি
❑ আদেশ সূচক আয়াত সংখ্যা	ঃ ১০০০টি

www.amarboi.org

- ❑ নিষেধ সূচক আয়াত সংখ্যা ঃ ১০০০টি
- ❑ উদাহরণ সম্বলিত আয়াত সংখ্যা ঃ ১০০০টি
- ❑ ঘটনাবলী সম্বলিত আয়াত সংখ্যা ঃ ১০০০টি
- ❑ হালাল নির্দেশক আয়াত সংখ্যা ঃ ২৫০টি
- ❑ হারাম নির্দেশক আয়াত সংখ্যা ঃ ২৫০টি
- ❑ তাসবীহ সম্বলিত আয়াত সংখ্যা ঃ ১০০টি
- ❑ বিবিধ বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৬টি
- ❑ সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ঃ ৬,৬৬৬টি
- ❑ কুরআন নাযিলের পদ্ধতি ঃ লওহে মাহফুজ থেকে বাইতুল মামুরে একত্রে শবে কদরের রজনীতে অবতীর্ণ হয়। অতপর প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পুরো নবুওয়াতী জীবনে অবতীর্ণ হয়।
- ❑ আল কুরআন অবতরণে সময় লেগেছে ঃ ২২ বছর ৫ মাস ১৪দিন
- ❑ আল কুরআনে হরকতের ব্যবহার ঃ হযরত আসওয়াদ,দুয়ালী (র) উদ্ভাবন করেন।
- ❑ বিসমিল্লাহ উল্লেখ নেই ঃ সূরা আত তাওবার প্রথমে
- ❑ বিসমিল্লাহ দুইবার উল্লেখ আছে ঃ সূরা আন নামলে
- ❑ আল কুরআনের মুকুট বলা হয় ঃ সূরা আর রহমানকে
- ❑ আল কুরআনের প্রদীপ বলা হয় ঃ সূরা আল মুল্‌ককে
- ❑ আল কুরআনের বন্ধু বলা হয় ঃ আয়াতুল কুরসীকে
- ❑ আল কুরআনের ক্বলব বলা হয় ঃ সূরা ইয়াসীনকে
- ❑ আল কুরআনের জননী বলা হয় ঃ সূরা আল ফাতিহাকে
- ❑ কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ঃ মানুষ তথা কিসে মানুষের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ তা বর্ণনা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

উপক্রমনিকা

১. কুরআন মজিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতারিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, পথপ্রদর্শক বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনই বিশ্ব গ্রন্থ যার মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথ খুঁজে পেতে পারে।

২. রমজান একদিকে যেমন সিয়াম সাধনার, আত্মশুদ্ধি অর্জনের রহমত মাগফিরাত ও মুক্তি অর্জনের মাস—তেমনি কুরআন নাযিলেরও মাস। এ মাসের কোনো এক বরকতময় রজনীতে (শবে কদরে) কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। তাই এ মাসে কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন ও কুরআন চর্চা ব্যাপকভাবে করা উচিত।

৩. সিয়াম সাধনার এ মাসে সারা মুসলিম জনপদে খত্‌মে তারাবীহের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আরবী ভাষায় অবতারিত কুরআন আমাদের মাতৃভাষা না হওয়ার কারণে এর অর্থ আমরা অনুধাবন করতে পারি না। প্রত্যহ খত্‌মে তারাবীহের নামাযে পঠিত অংশের মধ্যে বিবৃত আল্লাহর বিধি-নিষেধগুলো এ পুস্তিকায় সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্ট করা হয়েছে। ইমামগণ যদি তারাবীহ নামাযের পূর্বে অথবা পরে ঐ দিনের জন্য নির্ধারিত অংশের সার সংক্ষেপটুকু মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনান তাহলে কুরআন নাযিলের এ মাসে কুরআনের সাথে সর্বসাধারণের পরিচিতি সহজতর হবে। প্রয়োজনে কোনো কোনো পয়েন্টে ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য প্রতিটি পয়েন্টের শেষে আয়াত নাম্বার সংযুক্ত করা আছে। ইমামগণ আলোচনার জন্য অত্র পুস্তিকাটিকে যেমন দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন তেমনি সাধারণ পাঠকগণও উপকৃত হতে পারবেন।

৪. মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র এ গ্রন্থের সাথে আমাদের সম্পর্ককে মযবুত করুন এবং বিবৃত আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের তাওফিক দিন। আমীন

বিনীত
সংকলক

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

খত্‌মে তারাবীহ্ নামাযে পঠিত অংশের সারসংক্ষেপ

১ম তারাবীহ্

(রমযানের পূর্বদিন)

-ঃ ১ম পারার শুরু থেকে ২য় পারার প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঃ-

সূরা আল ফাতিহা—১

১ম পারা

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের—যিনি দয়াময় ও মেহেরবান বিচার দিবসের মালিক।–(১-৩)

২. আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।–(৪)

৩. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও-যে পথে অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দারা চলে গেছেন। তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট এবং অভিশপ্ত।–(৫-৭)

সূরা আল বাকারাহ-২

৪. কুরআন আল্লাহর বাণী এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত স্বরুপ।–(২)

৫. মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য হলো—তারা নামায আদায় করে, যাকাত দেয়, অদৃশ্য জগতে বিশ্বাস রাখে, আসমানী কিতাব ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।–(৩-৪)

৬. কাফিরদের চোখ কান ও অন্তরে মোহর মারা, ফলে তারা ঈমান আনবে না।–(৬)

৭. মুনাফিকদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে।–(১০)

www.amarboi.org

৮. সকল মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে। যিনি তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের স্রষ্টা।-(২১)

৯. কুরআন আল্লাহর বাণী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকলে একটি সূরা/আয়াত তৈরী করে আনার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কেউ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেনি, কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না।-(২৩)

১০. ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত ফল-মূল সুশোভিত ও পবিত্র জীবন সঙ্গীনী পরিবেষ্টিত জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।-(২৫)

১১. যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে, তাঁর নির্দেশিত সম্পর্ক কর্তন করবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।-(২৭)

১২. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, ইল্‌ম ও আমলে সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকা জরুরী।
-(৩০-৩১)

১৩. যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়াত তথা কুরআনের অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ থাকবে না।-(৩৮)

১৪. সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই সাথে জামায়াতের সাথে নামায আদায় ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।-(৪২-৪৩)

১৫. বিচার দিবসে একজন অন্যজনের কোনো উপকারে আসবে না, কোনো বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না।-(৪৮)

১৬. মূসা (আ)-এর উম্মত বনী ইসরাঈলদেরকে আসমানী খাদ্য "মান্না ও সালোয়া" সরবরাহ করা হত। কিন্তু তারা এ উৎকৃষ্ট খাদ্যের পরিবর্তে জমিনে উৎপাদিত নিকৃষ্ট খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলো।-(৫৭-৬১)

১৭. নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং তোমরা যে সমস্ত ভাল কাজ আগে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হবে।-(১১০)

www.amarboi.org

১৮. যারা মানুষকে মসজিদে প্রবেশে বাধা দিবে এবং তার ক্ষতি সাধন করবে—তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত এবং আখেরাতে কঠিন আযাবে নিপতিত হবে।–(১১৪)

১৯. বায়তুল্লাহকে নিরাপদ ও মানুষের ইবাদাতের স্থান করা হয়েছে এবং মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায়কে বরকতময় করা হয়েছে।–(১২৫)

২০. ইবরাহীম (আ) মক্কা বাসীদেরকে নিরাপদ ও ফলমূল থেকে রিযিক প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন।–(১২৬)

২১. আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে নিজেদেরকে তাঁর রঙে রঞ্জিত কর, সকল মানুষই যার যার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় প্রাপ্ত হবে।
–(১২৮-১২৯)

২য় পারা

২২. মুসলমানগণ মধ্যমপন্থী জাতি, তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদেরকে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে পেশ করবে, আর রাসূল (স) তাদের সত্যতার ব্যাপরে সাক্ষ্য দিবেন।
–(১৪৩)

২৩. আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনিও তোমাদেরকে স্বরণ করবেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হইও না।–(১৫২)

২৪. ঈমানদারগণকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।–(১৫৩)

২৫. আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন—এমতাবস্থায় যারা ধৈর্যধারণ করবে, তাদের জন্যই সুসংবাদ।–(১৫৫)

২৬. আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির আবর্তনে ও সাগর বক্ষে নৌযান চলাচলে, বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক যমীনকে সতেজ করণের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে।–(১৬৪)

www.amarboi.org

২৭. কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে এবং কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।–(১৭৮-১৭৯)

২৮. রমযানের রোযা ফরয হয়েছে, তবে অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ ও মুসাফিরগণ রমযানের রোজা পালনে অক্ষম হলে পরবর্তীতে কাযা করে নিবেন। –(১৮৩)

২৯. অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা যাবে না।–(১৮৮)

৩০. ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। ফিতনা দূরীভূত করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।–(১৯১-১৯৩)

৩১. পবিত্র রমযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট হেদায়াতদানকারী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।–(১৮৫)

৩২. হজ্জ ফরয করা হয়েছে, ওমরাহ পালনে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। –(১৯৬)

৩৩. আল্লাহর নিকট প্রার্থনার সময় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করতে বলা হয়েছে।–(২০১)

❐

www.amarboi.org

২য় তারাবীহ

(রমযানের প্রথম দিন)

-ঃ ২য় পারার শেষার্ধ থেকে তৃতীয় পারার শেষ পর্যন্ত ঃ-

১. ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।-(২০৮)

২. জান্নাতের পথে চলতে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে, যেমন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ করেছেন।-(২১৪)

৩. আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সহায়তা করতে হবে।-(২১৫)

৪. তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে তোমরা তা অপছন্দ কর, অথচ তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের বিপরীতেও কল্যাণ থাকতে পারে। -(২১৬)

৫. মাসিক স্রাবের সময় স্ত্রী সহবাস করা যাবে না।-(২২২)

৬. যারা শপথ করে চার মাসাধিক কাল স্ত্রী সংস্রব থেকে বিরত থাকবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলে সম্পর্ক ঠিক থাকবে তবে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে।-(২২৩)

৭. তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন মাস/তোহর বিরতির পর ২য় বিবাহ করতে পারবে। পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রয়েছে।-(২২৮)

৮. শিশুদের দুই বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করানো নিয়ম সিদ্ধ।-(২৩৩)

৯. বিধবা নারীদের ইদ্দত কাল হচ্ছে ৪ মাস ১০দিন।-(২৩৪)

১০. প্রত্যেক নামাযের প্রতি যত্নবান হতে বলা হয়েছে—বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায।-(২৩৮)

১১. দাউদ (আ)-এর সেনাবাহিনী দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য নসীব করুন, আমাদের পদদ্বয়কে দৃঢ়পদ করুন এবং কাফিরদের উপর বিজয় দান করুন।-(২৫০)

www.amarboi.org

১২. আল্লাহ যদি মানবজাতির একদল দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন তবে গোটা পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত।–(২৫১)

৩য় পারা

১৩. আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি চিরঞ্জিব এবং শাশ্বত। তাঁকে কোনো তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না, তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই অবগত, তার কর্তৃত্ব কেউ বেষ্টন করতে পারে না, তিনি সমুন্নত ও মহান।–(২৫৫)

১৪. দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে যবরদস্তি করা যাবে না, সত্য মিথ্যা স্পষ্ট হওয়ার পর যারা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনলো তারা মযবুত রশি ধারণ করলো।–(২৫৬)

১৫. মু'মিনদের বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান, পক্ষান্তরে কাফিরদের বন্ধু হচ্ছে শয়তান সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।–(২৫৭)

১৬. দান-সদকা করে খোটা দেয়া যাবে না।–(২৬৩)

১৭. সুদ হারাম, কিন্তু ব্যবসার লভ্যাংশ বৈধ।–(২৭৫)

১৮. পবিত্র ও হালাল সম্পদ থেকে দান করতে হবে। সুদ মিশ্রিত সম্পদকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন এবং দানের সম্পদকে বৃদ্ধি করেন।–(২৭৬)

১৯. হে ঈমানদারগণ! সুদের বকেয়া সব পরিত্যাগ কর। যদি সুদ পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।–(২৭৮-২৭৯)

২০. কর্জ, বাকীতে লেনদেন লিখে রাখা নিয়ম সিদ্ধ।–(২৮২)

২১. আল্লাহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত আছেন। ক্ষমা করা ও শাস্তি প্রদান করা তাঁরই ইচ্ছাধীন।–(২৮৪)

২২. আল্লাহর কাছে ভুলের জন্য ক্ষমা, রহমত ও সাহায্য কামনা করবে।–(২৮৬)

www.amarboi.org

সূরা আলে ইমরান–৩

২৩. কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে। – (৩-৪)

২৪. কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পরকালে কোনো উপকারে আসবে না।–(১০)

২৫. পার্থিব জীবনের কিছু সম্পদ যেমন, নারী, সন্তানাদি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আশক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয় স্থল।–(১৪)

২৬. ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণ যোগ্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।–(১৯)

২৭. বাদশাহী, ক্ষমতা এবং মান-সম্মানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।–(২৬)

২৮. অমুসলিমদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।–(২৮)

২৯. আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলের অনুসরণ করতে হবে।–(৩১)

৩০. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের অনুসারী হলে তার কোনো আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না।–(৮৫)

❐

www.amarboi.org

৩য় তারাবীহ

(রমযানের ২য় দিন)

-ঃ ৪র্থ পারা থেকে ৫ম পারার অর্ধেক পর্যন্ত ঃ-

৪র্থ পারা

১. সবচেয়ে মহব্বতের বস্তুকে আল্লাহর পথে দান করতে হবে।-(৯২)

২. বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাদের যাতায়াতের সামর্থ আছে তাদের উপর হজ্জ ফরয।-(৯৭)

৩. মৃত্যু আসার পূর্বেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। -(১০২)

৪. ইসলামকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে।-(১০৩)

৫. বিচার দিবসে ঈমানদারের চেহারা হবে উজ্জ্বল-আর কাফিরদের চেহারা হবে কৃষ্ণবর্ণ।-(১০৬)

৬. মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো তারা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। - (১১০)

৭. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদের ক্ষমা করে দেয় তারাই সৎকর্ম পরায়ণ। -(১১৪)

৮. মুসলমানদের মঙ্গল দেখলে অমুসলিমরা জ্বালা অনুভব করে, অমঙ্গল দেখলে খুশি হয়।-(১২০)

৯. চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে।-(১৩০)

১০. কোনো গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করতে বলা হয়েছে। -(১৩৫)

১১. কোনো প্রাণী আল্লাহর হুকুম ছাড়া মৃত্যুবরণ করে না।-(১৪৫)

www.amarboi.org

১২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অনুসারীদের সাথে কোমল ব্যবহার ও ক্ষমা সুন্দর আচরণ করতেন।–(১৫৯)

১৩. গণিমতের মাল অথবা কোনো সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যাবে না।–(১৬১)

১৪. রাসূলগণ স্বীয় অনুসারীদের সামনে আল্লাহর বাণী শুনাতেন, তাদেরকে সংশোধন করতেন এবং কিতাবের জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দিতেন।–(১৬৪)

১৫. দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই অমুসলিমদের প্রাচুর্য ও চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।–(১৯৬-১৯৭)

১৬. মুসলিম মুজাহিদদেরকে শত্রু বাহিনীর মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।–(২০০)

সূরা আন নিসা-৪

১৭. ইয়াতীম/দুঃস্থদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা যাবে না।–(২)

১৮. সমতা রক্ষা ও ন্যায় বিচারে সমর্থ হলে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে।–(৩)

১৯. স্ত্রীদের মোহরানা যথারীতি আদায় করে দিতে হবে।–(৪)

২০. ভুলবশত মন্দ কাজ করে তাওবা করলে তা গ্রহণীয় কিন্তু জেনে শুনে গুনাহের কাজ করলে তাদের তাওবা গ্রহণীয় হবে না।–(১৭-১৮)

২১. নিম্নলিখিত নারীগণকে বিবাহ করা হারাম—মাতা, কন্যা, বোন, খালা, ফুফু, ভাতিজি, ভাগ্নি, দুধ মাতা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, পুত্রবধু, আপন সহদর দুই বোনকে একত্রে, অপরের বিবাহিত স্ত্রীকে।–(২৩)

৫ম পারা

২২. আত্মহত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার শাস্তি দোযখে চিরস্থায়ী ঠিকানা।–(২৯-৩০)

www.amarboi.org

২৩. কবিরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহপাক ছোট গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন।–(৩১)

২৪. পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। অবাধ্য স্ত্রীদিগকে সংশোধনের নিয়ম হলো, প্রথম সদুপদেশ, তারপর বিছানা পৃথকিকরণ এবং এর পর প্রহার করণ। এ নিয়মে কাজ না হলে বিচ্ছেদের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।–(৩৭-৩৮)

২৫. কৃপণতা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় আবার লোক দেখানো দানও গ্রহণ যোগ্য নয়।–(৩৭-৩৮)

২৬. পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে।–(৪৩)

২৭, শিরকের গুনাহ ছাড়া আল্লাহ পাক যাকে খুশি সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।–(৪৮)

২৮. আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দাও এবং মানুষের মধ্যে সুবিচার কর।–(৫৮)

২৯. আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ শর্তহীনভাবে মানতে হবে, আর ন্যায়সংগত কাজে দায়ীত্বশীলদের আনুগত্য করতে হবে।–(৫৯)

৩০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাকে নিসংকোচে ও বিনাদ্বিধায় মেনে নিতে হবে।–(৬৫)

৩১. মুসলিম জাতীর দুর্বল পুরুষ নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে এবং মজলুমের হক আদায়ের জন্য জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য।–(৭৫)

৩২. ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে লড়াই করে আর কাফেররা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নিশ্চই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।–(৭৬)

৩৩. তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। -(৭৮)

৩৪. কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো পক্ষ থেকে নাযিল হতো তবে এর মধ্যে তোমরা মতভেদ পূর্ণ কথা দেখতে পেতে।–(৮২)

www.amarboi.org

৩৫. যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করবে সে তার সওয়াব পাবে ; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করবে সে তার অংশ পাবে।–(৮৫)

❐

www.amarboi.org

৪র্থ তারাবীহ্

(রমযানের ৩য় দিন)

-ঃ ৫ম পারার শেষার্ধ থেকে ৬ষ্ঠ পারা শেষ পর্যন্ত ঃ-

১. মু'মিন অন্য কোনো মু'মিনকে ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করবে না। ভুলবশত হয়ে গেলে দিয়ত বা ক্ষতি পূরণ দিবে। ইচ্ছা পূর্বক হত্যাকারীর শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।-(৯২-৯৩)

২. কোনো জনপদে ইসলাম নিয়ে জীবনযাপন কষ্ট হলে অনুকুল পরিবেশে হিজরত করবে। অন্যথায় মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ বলবে আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না ?

৩. মুসাফির অবস্থায় ফরয নামায কসর তথা অর্ধেক পড়বে।-(১০১)

৪. যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও নামায ত্যাগ করা যাবে না। এক দল নামায আদায় করবে এবং অন্যদল সশস্ত্র প্রহরায় থাকবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে।-(১০২)

৫. শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ।-(১১৬)

৬. নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ পাক জান্নাত দান করবেন। মুমিন নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না।-(১২৪)

৭. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। কারো প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়া যাবে না।-(১২৯)

৮. মু'মিনদেরকে সততা ও ইনসাফের উপর কায়েম থাকতে বলা হয়েছে। যদিও তা নিজেদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনদের বিপক্ষে যায়।-(১৩৫)

৯. কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তোমরা কি তাদের নিকট ইজ্জত-সম্মান কামনা করো ? অথচ প্রকৃত সম্মান আল্লাহর হাতে।-(১৩৯)

www.amarboi.org

১০. আল্লাহর কুরআন বা বাণীর প্রতি বিদ্রূপকারী ও অবমাননাকারীদের বৈঠকে বসা যাবে না। যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।
–(১৪০)

১১. নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন ও লোক দেখানো নামায পড়া মুনাফিকের লক্ষণ, তাদের আবাসস্থল জাহান্নামের অতল গহব্বরে।
–(১৪২-১৪৫)

১২. ইহুদীরা ঈসা (আ)-কে না হত্যা করতে পেরেছে, না তাঁকে শুলিতে চড়াতের পেরেছে। বরঞ্চ আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।–(১৫৭-১৫৮)

১৩. আল্লাহপাক ইহুদীদের জন্য অনেক হালাল খাদ্যকে হারাম করে দিয়েছিলেন, তাদের সীমালংঘন আল্লাহর পথে বাধা দান এবং সুদ গ্রহণের অপরাধে।–(১৬০-১৬১)

সূরা আল মায়েদা–৫

৬ষ্ঠ পারা

১৪. ওয়াদা বা চুক্তিসমূহ পরিপূর্ণ করো। ইহরাম অবস্থায় স্থল ভাগের সকল প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ।–(১)

১৫. নেকী ও আল্লাহ ভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, গুনাহ ও আল্লাহদ্রোহী কাজে সহযোগিতা করো না।–(২)

১৬. মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে জবাইকৃত পশু হারাম।–(৩)

১৭. কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামই পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।–(৩)

১৮. নামাযের পূর্বে অজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হতে বলা হয়েছে।
–(৬)

১৯. কুরবানী করতে বলা হয়েছে, পবিত্র ও প্রিয়বস্তু থেকে। হাবিল ও কাবিলের কুরবানী হাবিলের হত্যা ও লাশ দাফনের ইতিহাস বর্ণনার মধ্যে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে।–(২৭-৩১)

www.amarboi.org

২০. আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের শাস্তি হলো হত্যা। শূলে চড়ানো, বিপরতি দিক থেকে হস্তপদ কর্তন অথবা দেশ থেকে নির্বাসন।–(৩৩)

২১. আল্লাহর পথে জিহাদ ও আল্লাহ ভীতি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো।–(৩৫)

২২. চোর পুরুষ হোক অথবা মাহিলা হোক হাত কর্তনই তার শাস্তি। –(৩৮)

২৩. যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফির, জালিম ও ফাসিক।–(৪৪-৪৭)

২৪. ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না। তারা একে অপরের বন্ধু, পক্ষান্তরে মু'মিনদের বন্ধু হল আল্লাহ, তদীয় রাসূল, নামাযী ও যাকাত দাতা বান্দাগণ। তারাই আল্লাহর দল তারা হবে সফলকাম।–(৫১, ৫৫, ৫৬)

২৫. নামাযের জন্য ডাকা হলে যারা উপহাস করে, হাসি-তামাসা করে তারা নির্বোধ।–(৫৮)

২৬. যার নিকট ইসলামের যতটুকু জ্ঞান আছে তা মানুষের নিকট পৌছে দিতে হবে।–(৬৭)

২৭. ইহুদী ও মুশরিকরা মুসলমানদের কঠোর দুশমন, তবে খৃষ্টানেরা বন্ধুত্বের নিকটবর্তী।–(৮২)

❐

www.amarboi.org

৫ম তারাবীহ্

(রমযানের ৪র্থ দিন)

-ঃ ৭ম পারা থেকে ৮ম পারার অর্ধাংশ পর্যন্ত ঃ-

৭ম পারা

১. হালাল রিযিক থেকে ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে ।–(৮৮)

২. শপথ ভংগ করলে কাফ্ফারা (১০ জন মিসকিন খাওয়ানো অথবা তিনদিন রোযা) দিবে।–(৮৯)

৩. মদ, জুয়া, লটারী, মূর্তিপূজা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।–(৯০)

৪. ইহ্রামরত অবস্থায় হাজী সাহেবগণ স্থলভাগের কোনো পশুপাখি শিকার করবে না, যদি করে ফেলে তবে কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে।–(৯৫)

৫. মৃত্যুশয্যায় কারো জন্য কিছু অসিয়ত করলে দুজন সাক্ষীর সামনে করতে বলা হয়েছে।–(১০৬)

৬. আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আ)-কে বিশেষ কিছু মোজেযা দান করেছিলেন যেমন ঃ দোলনায় থেকে কথা বলা, কাদা মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখি বানানো, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা, মৃতদেরকে জীবিত করা ইত্যাদি।–(১১০)

সূরা আল আনআম–৬

৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে প্রত্যেকের হায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।–(২)

৮. আল্লাহর নামে কোনো মিথ্যা রচনাকে হারাম করা হয়েছে। (২১)

৯. পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুকের মতই ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং মুত্তাকী বান্দারাই সেখানে উত্তম আশ্রয়স্থল লাভ করবে।–(৩২)

www.amarboi.org

১০. আল্লাহ পাক মানুষকে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেন, যাতে তারা বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে। –(৪২)

১১. কোনো দীনি মজলিসে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকের আগমনে সেখান থেকে দরিদ্রদেরকে বিতাড়িত করা যাবে না।–(৫২)

১২, আল্লাহর নিকট অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো গাছের পাতাও নড়ে না—কোনো বীজও অঙ্কুর হয় না।–(৫৯)

১৩. আসমান ও জমীনের মালিক আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে মুতাওজ্জা হয়ে নামাযে দাঁড়াতে হবে।–(৭৯)

১৪. পার্থিব জীবনে কেউ আল্লাহকে দেখতে পাবে না কিন্তু তিনি সকলকে দেখছেন।–(১০৩)

১৫. বিধর্মীদের দেবদেবীকে গাল মন্দ করা যাবে না।–(১০৫)

১৬. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপ বর্জন করতে বলা হয়েছে।–(১২০)

১৭. মানুষ ও জ্বীন জাতির প্রতি নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য তাদেরকে প্রতারিত করে রাসূলদের অনুসরণ থেকে গাফেল রেখেছে।–(১৩০)

১৮. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না, আল্লাহই সবার আহার যোগান।–(১৫১)

১৯. ওজনে বা পরিমাপে কম দিও না।–(১৫২)

৮ম পারা

২০. কাফিররা ঈমান আনবেনা যদিও ফেরেশতা নাযিল করা হয় অথবা মৃত ব্যক্তিরা এসে কথা বলে তবুও।–(১১১)

২১. প্রত্যেক নবীর জামানায় মানুষ ও জ্বীনরূপী কিছু শয়তান ছিল—যারা পরস্পরকে চমকপ্রদ কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিত।–(১১২)

www.amarboi.org

২২. যে পশু আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করা হয় তার গোশত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।–(১২১)

২৩. আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করেন এবং যাকে গোমরাহ করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন।–(১২৫)

২৪. আল্লাহ বিচিত্র ফল-ফলাদি দান করেছেন তাই ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) আদায় কর।–(১৪১)

২৫. আল্লাহ পাক নেক কাজের প্রতিফল দশ গুণ বাড়িয়ে দেন কিন্তু পাপ কাজের প্রতিফল দেন এক গুণ।–(১৬০)

২৬. নামায, কুরবানী, জীবন-মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে হবে।–(১৬২)

২৭. একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।–(১৬৪)

২৮. সকল মানুষ খলিফা বা প্রতিনিধি এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।–(১৬৫)

❐

www.amarboi.org

৬ষ্ঠ তারাবীহ

(রমযানের ৫ম দিন)

-ঃ ৮ম পারার শেষার্ধ থেকে নবম পারার শেষ পর্যন্ত ঃ-

সূরা আল আরাফ—৭

১. বিচার দিবসে যাদের নেকীর পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্থ্। —(৮-৯)

২. আদম (আ)-কে সেজদা করতে ইবলিসের অস্বীকৃতি, আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অহংকার করার ফলে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত তার আয়ু দানের আবেদন আল্লাহ পাক মঞ্জুর করেন।—(১১-১৫)

৩. শয়তান পথ ভ্রষ্ট করার জন্য আদম সন্তানের সম্মুখে, পিছনে, ডানে ও বাম দিক থেকে আসবে।—(১৭)

৪. আদম (আ) ভুলের পরেই এ দোয়া 'রাববানা জ্বালামনা আনফুছিনা' পড়েছিলেন।—(২৩)

৫. আল্লাহ পাক লজ্জা নিবারণ ও শোভার জন্য পোশাক দিয়েছেন, উত্তম পোশাক হল, খোদা ভীতির পোশাক।—(২৬)

৬. নামায ও ইবাদাতের সময় পরিস্কার ও উত্তম পোশাক পরিধান কর। —(৩১)

৭. পরিমিতভাবে পানাহার কর কিন্তু অপচয় করো না।—(৩১)

৮. প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। মেয়াদ শেষে তাদের প্রস্থান অনিবার্য।—(৩৪)

৯. দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভুলে থাকবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে দয়া করতে ভুলে যাবেন।—(৫১)

www.amarboi.org

১০. অহংকারী ও আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জান্নাতে প্রবেশ তেমনি অসম্ভব যেমনি অসম্ভব উটকে কোনো সুঁচের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো।–(৪০)

১১. জান্নাতি ও জাহান্নামীরা পরস্পরকে চিনতে পারবে, কথোপকথন করবে, জাহান্নামীরা জান্নাতীদের থেকে কিছু পানীয় ও খাবার চাবে। জান্নাতীরা বলবে, তোমাদের জন্য এগুলো হারাম।–(৪৪, ৫০)

১২. যিনি সৃষ্টি করেছেন আদেশ ফায়সালা প্রদানের অধিকার তাঁরই।–(৫৪)

১৩. লূত (আ)-এর যামানার লোকেরা পুরুষদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হতো ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাথর বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করেন।-(৮১, ৮৪)

১৪. শুয়াইব (আ)-এর জাতির লোকেরা ওজনে কমবেশী করত ফলে আল্লাহ ভূমিকম্প দিয়ে তাদের ধ্বংস করেন।–(৮৫, ৯১)

১৫. শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিল—তোমরা ঈমানদারেরা যদি আমাদের বাপদাদার ধর্মে ফিরে না আস তবে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিব।–(৮৮)

১৬. কোনো জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনে এবং আল্লাহভীতি অর্জন করে তবে তাদের প্রতি আসমান ও জমীনের বরকতের রাস্তাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।–(৯৬)

১৭. মূসা (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক লাঠি ও শুভ্র বগল দ্বারা ফেরাউনের যাদুকরদের পরাভূত করলে তারা মূসার আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। ফেরাউন যাদুকরদের হাত পা বিপরীত থেকে কেটে শাস্তি দিল।–(১১১, ১১৪)

১৮. ফেরাউন মূসা (আ)-এর অনুসারীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে দাসী বানাত, ফলে আল্লাহ পাক ফেরাউনের জাতিকে প্লাবণ, পংগপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত দ্বারা শাস্তি দেন অবশেষে নীল নদে ডুবিয়ে মারেন।–(১২৭-১৩৩)

www.amarboi.org

১৯. মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে উপদেশ দানের জন্য 'বার' গোত্রে বিভক্ত করে বারজন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের আহারের জন্য আসমান থেকে মান্না ও সালওয়া নাযিল হতো।
-(১৪০)

২০. আল্লাহ পাককে চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। মূসা (আ) তুর পাহাড়ে শুধু তাঁর নূরের জ্যোতি দেখেছিলেন।-(১৪৩)

২১. সৃষ্টিজগতে সকল আদম সন্তান-এর নিকট থেকে 'আল্লাহ আমাদের প্রভু' এ ওয়াদা নেয়া হয়েছে।-(১৭২)

২২.জাহান্নামের জন্য কিছু লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের লক্ষণ হল—তারা অন্তর দিয়ে সত্য অনুধাবন করে না, কর্ণ দিয়ে ভাল কথা শুনে না, চক্ষু দিয়ে ভালো জিনিস দেখে না।-(১৭১)

২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না। তাঁর নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারেও কোনো হাত ছিল না। তিনি ছিলেন মু'মিনদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।-(১৮৮)

২৪. যখনই শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত হবে তখনই 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে নিবে।-(২০০)

২৫. কুরআন পাঠের সময় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকতে বলা হয়েছে।-(২০৪)

সূরা আল আনফাল—৮

২৬. মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর নাম শুনলে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।
-(২, ৩)

২৭. যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন, নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া যুদ্ধ ময়দান হতে পলায়ন করা যাবে না।-(১৫, ১৬)

২৮. আল্লাহ ও রাসূলের আমানত এবং নিজেদের মধ্যকার আমানত খেয়ানত করা যাবে না।-(২৭)

www.amarboi.org

২৯. অমুসলিমরা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে নিবৃত করার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এ অর্থ ব্যয় তাদের আফসোসের কারণ হবে, তারা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।–(৩৬)

৩০. পৃথিবীতে আল্লাহর দীন/আনুগত্য কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।–(৩৯)

❐

www.amarboi.org

৭ম তারাবীহ

(রমযানের ৬ষ্ঠ দিন)

-ঃ ১০ম পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. গনিমতের মাল এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের এবং পথিকদের জন্য নির্ধারিত।-(৪১)

২. মুজাহিদদেরকে শত্রু বাহিনীর সামনে অবিচল থাকতে বলা হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
-(৪৫, ৪৬)

৩. কোনো সম্প্রদায় নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট না হলে আল্লাহ স্বেচ্ছায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন না।-(৫৩)

৪. মুসলিম মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য শক্তি সঞ্চয় ও অশ্বগুলোকে প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে।-(৬০)

৫. মুসলিম মুজাহিদগণ যদি ধৈর্যশীল হন তবে তারা দ্বিগুণ শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় বিজয়ী হবেন।-(৬৬)

৬. প্রকৃত মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, প্রয়োজনে হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং বিপদগ্রস্থ মু'মিনদেরকে আশ্রয় দেয় ও সাহায্য করে, তাদের জন্যই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।-(৭২)

৭. অমুসলিমরা পরস্পরের বন্ধু, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে এবং অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না, যদি করে তবে দেশময় অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে।-(৭৩)

সূরা আত তাওবা-৯

৮. মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তারাই করতে পারবে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং নামায ও যাকাত আদায় করে।-(১৮)

৯. হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের চেয়েও উত্তম কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।-(১৯)

www.amarboi.org

১০. আল্লাহর পথে চলতে যদি পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসা, বাসস্থান প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে।–(২৪)

১১. মুশরিকগণ নাপাক, তারা মসজিদে হারাম সহ সকল মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।–(২৮)

১২. যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, এবং সত্য দীন ইসলামকে মেনে নেয় না—তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়।-(২৯)

১৩. অমুসলিমরা মুখের ফুঁৎকারে ইসলামকে নির্বাপিত করে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ পাক ইসলামকে পরিপূর্ণ করবেনই।–(৩২)

১৪. যারা সোনারূপা পুঞ্জীভূত করে রাখবে, যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিবসে তাদেরকে ঐ সম্পদ দ্বারা তাদের পৃষ্ঠদেশে ও পার্শ্বদেশে ছেক দেয়া হবে।–(৩৫)

১৫. আল্লাহর নিকট দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে মাসের সংখ্যা হল ১২টির তন্মধ্যে ৪টি সম্মানিত। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জিহাদ করতে বলা হয়েছে।–(৩৬)

১৬. মু'মিনদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে, যদি তারা বের না হয় তবে দুনিয়ার জীবনে যালিম শাসক দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি দিবেন।–(৩৮-৩৯)

১৭. মুসলিম মুজাহিদদেরকে প্রয়োজনানুসারে ভারী ও হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।–(৪১)

১৮. যাকাতের হকদার হলো, দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, নওমুসলিম, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফির ব্যক্তিবর্গ।–(৬০)

www.amarboi.org

১৯. মুনাফিকদের বন্ধু মুনাফিকরা, তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় এবং সৎকাজে বাধা দেয়—তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।-(৬৭)

২০ মুমিনদের বন্ধু মু'মিনগণ তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। তারা নামায় আদায় করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং তারা নেয়ামতে ভরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।-(৭১-৭২)

২১. মুনাফিকদের জন্য যদি ৭০ বারও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তবুও তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।-(৮০)

২২. বেশী বেশী করে কাঁদতে বলা হয়েছে এবং হাসতে বলা হয়েছে কম।-(৮২)

২৩. অমুসলিমদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি দেখে বিমুগ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে।-(৮৫)

২৪. অমুসলিমরা আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে আশ্রয়দান করতে বলা হয়েছে, যাতে করে তারা আল্লাহর বিধানের উদারতা অনুধাবন করতে পারে।-(৬)

২৫. অসহায় ও নিঃস্ব মুসলমানদেরকে মুক্ত হস্তে দান করাকে যারা অপসন্দ করে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনা দায়ক শাস্তি।-(৬৯)

❐

www.amarboi.org

৮ম তারাবীহ
(রমযানের ৭ম দিন)
-ঃ ১১ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. মুনাফিকরা শপথ করে করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি খুশি থাকেন। অথচ আল্লাহ পাক তাদের খবর আগেই রাসূলকে জানিয়েছেন।-(৯৪)

২. অসৎ উদ্দেশ্য ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আলাদা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।-(১০৭)

৩. মু'মিনদের জান-মাল আল্লাহ পাক জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের কাজ হলো তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, শহীদ হবে এবং মারবে।-(১১১)

৪. কোনো মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। শুধু ইবরাহীম (আ)-কে বিশেষভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো।
-(১১৩, ১১৪)

৫. মু'মিনদের মধ্য হতে কিছু লোক অবশ্যই দীনের বিশেষ জ্ঞানের অন্বেষণে বের হওয়া উচিত এবং ফিরে এসে সম্প্রদায়ের অন্যান্যদেরকে শিক্ষা দেয়া কর্তব্য।-(১২২)

সূরা ইউনুস-১০

৬. আল্লাহ পাক সূর্যকে উজ্জ্বল এবং চন্দ্রকে আলোকময় করে তাদের মঞ্জিলসমূহ ঠিক করে দিয়েছেন। যেন তোমরা বছর গণনা করতে পার। নিশ্চয়ই দিবা-রাত্রি আবর্তনে মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
-(৫, ৬)

৭. যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কামনা করে না। পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর বাণী থেকে গাফেল থাকে তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।-(৭, ৮)

৮. আল্লাহপাক শান্তির আবাসস্থল জান্নাতের দিকে আহবান করেন এবং যাকে খুশি হেদায়াত নসীব করেন।-(২৫)

www.amarboi.org

৯. আল্লাহপাক সকলের রিযিকদাতা কাজেই তাঁরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত।–(৩১)

১০. আল্লাহপাক মানুষের প্রতি যুলুম করেন না। বরং মানুষই নিজের প্রতি যুলুম করে। বিচার দিবসে মানুষেরা পরস্পরকে চিনতে পারবে। সেদিন তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে—যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে মিথ্যা মনে করেছিল।–(৪৪, ৫৫)

১১. আল কুরআন হলো উপদেশ, অন্তরের রোগ নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।–(৫৭)

১২. যারা আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু হবে কিয়ামতে তাদের কোনো ভয় ও শংকা থাকবে না।–(৬২)

১৩. আল্লাহ রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রশান্তির জন্য, দিবসকে সৃষ্টি করেছেন দর্শনের জন্য।–(৬৭)

১৪. আল্লাহপাক ফেরাউনের লাশ অক্ষত রেখেছেন জগতের অত্যাচারী ও দাম্ভিক শাসকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য (১৮৬২ সালে তার লাশ আবিষ্কৃত হয়)।–(৯১)

১৫. হে রাসূল! আল্লাহ যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চান তবে কেউ তা রোধ করতে পারবে না আর তিনি যদি কোনো কল্যাণ দান করেন তবে কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না।–(১০৭)

১৬. হে রাসূল! আপনার প্রতি যা অহী নাযিল করা হয়েছে তারই অনুসরণ করুন এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা তিনি উত্তম ফায়সালাকারী।–(১০৯)

১৭. সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মধ্যে যারা পুরাতন এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও নেয়ামতে ভরা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০০)

১৮. হে রাসূল! বলুন আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং মহান আরশের অধিপতি।–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১৭)

www.amarboi.org

১৯. মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, যখন বিপদ কেটে যায় তখন সে এমন ভাবে চলে যেন কখনো সে বিপদেই পড়েনি।–(ইউনুস ঃ ১২)

২০. সকল মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল অতপর তারা পৃথক হয়ে গেছে। নির্ধারিত হায়াত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার ওয়াদা না থাকলে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া হত।–(ইউনুস ঃ ২০)

২১. হে রাসূল (স)! লোকেরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলুন আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম।–(সূরা ইউনুস ঃ ৪১)

সূরা হুদ–১১

২২. স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তাহলে তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। আর যদি বিমুখ হও এক মহা দিবসের সময় আযাবের আশংকা রয়েছে।–(৪)

❐

www.amarboi.org

৯ম তারাবীহ

(রমযানের ৮ম দিন)

-ঃ ১২শ পারা সম্পূর্ণ ঃ

১. তিনি (আল্লাহ) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত অতএব তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন কর।-(৫)

২. সকল প্রাণীর রিযিকের ফায়সালা আল্লাহরই হাতে এমনকি তাদের অবস্থান স্থল ও প্রত্যাবর্তন স্থলও তিনি অবগত যা একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।-(৬)

৩. যারা শুধু পার্থিব জীবনের শোভা সৌন্দর্য কামনা করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে তা প্রদান করবেন তবে আখেরাতে তারা অগ্নি ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্ত হবে না।-(১৫)

৪. হযরত নূহ (আ)-কে নৌকায় আরোহণের সময় বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম" শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলেন।-(৪১)

৫. আল্লাহ পাকের আদেশে নূহ (আ) নৌকা তৈরী করে প্রত্যেক প্রাণী ও পশু থেকে জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠালেন এবং ঈমানদার নর-নারীকে। মহাপ্লাবণ শুরু হলে ঈমানদারগণ বেঁচে গেল আর বেঈমানরা ধ্বংস হয়ে গেলো সাথে তাঁর পুত্রও।-(৩৭-৪৩)

৬. আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভে ধৈন্য হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ৮৬ বছর বয়সেও পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন।-(৭২)

৭. সমকামিতার অপরাধে আল্লাহ পাক লূত (আ)-এর যামানার লোকদের জনপদকে উল্টিয়ে ও পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেন।-(৮২)

৮. ওজন ও পরিমাপে কম বেশী করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।-(৮৫)

৯. দিবসের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিয়দাংশে নামায আদায় কর। নিশ্চয়ই নেক কাজ গুনাহ মুছে দেয়।-(১১৪)

www.amarboi.org

১০. কোনো জনপদের অধিবাসীরা সৎকর্মপরায়ণ হলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন না।–(১১৭)

১১. আসমান ও জমীনের সকল গোপন রহস্য আল্লাহরই হাতে। তাঁরই কাছে সকল কিছু প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ।–(১২৩)

সূরা ইউসুফ–১২

১২. কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে উত্তম কাহিনী হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী, যিনি স্বীয় ভ্রাতাদের শত শত্রুতার মুখেও ধৈর্যধারণ ও ভালো ব্যবহার করেছেন।–(৩)

১৩. অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত যেমন হযরত ইউসুফ (আ) জুলেখার কুপ্রস্তাব থেকে বাঁচার জন্য তালা বন্ধ দরজার দিকে দৌড়িয়ে ছিলেন।–(২৩)

১৪. ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যখন অসৎ আচরণের অভিযোগ আনা হলো তখন ক্ষুদে বিচারক রায় দিলেন যে, যদি তার জামার সামনের অংশ ছিড়া থাকে তবে সে অপরাধী আর যদি পিছনের অংশ ছিড়া থাকে তবে সে সত্য পরায়ণ। পরবর্তীতে দেখা গেল ইউসুফ (আ) নির্দোষ।–(২৮)

১৫. ইউসুফ (আ)-কে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে প্রেরণ করলে তিনি সেখানেই দীনের দাওয়াতী কাজ করেছেন এবং অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারাগার থেকে বের হননি।–(৪০, ৫০)

১৬. হুকুম/বিধান প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, একমাত্র তারই ইবাদাত করো।–(৪০)

১৭. মিশরের বাদশাহ স্বপ্নের সাতটি মোটা তাজা গাভীকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণের ব্যাখ্যায় ইউসুফ (আ) বললেন সাত বছর ভালো ফসল হবে এবং পরবর্তী সাত বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যা পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়েছিলো।–(৪৬,৪৭)

www.amarboi.org

১৮. আমানতের খিয়ানত করা/বিশ্বাস ঘাতকতা করা নিষিদ্ধ।–(৫২)

১৯. আল্লাহ পাক ৬ দিনে আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে নিতে চান কে বেশী ভাল আমলকারী।–(সূরা হুদ–৭)

২০. যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায় তারাই মূলত আখেরাতকে অস্বীকার করে। (হুদ-১৯)

২১. বিচার দিবসে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। হতভাগারা চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে এবং সৌভাগ্যবানেরা চিরদিন জান্নাতে অবস্থান করবে।–(হুদ-১০৫-১০৭)

www.amarboi.org

১০ম তারাবীহ

(রমযানের ৯ম দিন)

-ঃ ১৩ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. মানুষের মধ্যে এমন রিপু আছে যার নাম নফসে আম্মারা, যা সর্বদা মন্দ কাজের আদেশ দেয়। তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।-(৫৩)

২. নিখোঁজ প্রাণী/বস্তুকে পাওয়ার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাতে হবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।-(৮৭)

৩. তারাই সফলকাম হবে যারা মুত্তাকীন ও ধৈর্যশীল।-(১০৯)

সূরা সোয়াদ-১৩

৪. তিনিই আল্লাহ যিনি বিনা খুঁটিতে আসমানকে সুউচ্চে স্থাপন করেছেন, চন্দ্র ও সূর্যকে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, জমীনকে প্রশস্ত করে তন্মধ্যে নদ-নদী ও পাহাড় স্থাপন করেছেন। (২)

৫. অপরাধীরা উপহাস করে অপরাধের শাস্তি তাড়াতাড়ি কামনা করে যা অতীতে অনেক জাতির উপর এসেছেও অথচ আল্লাহ পাক বান্দাদের অপরাধের পরও ক্ষমা করেন এবং শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন যাতে সৎ পথের দিকে ফিরে আসে। (৬)

৬. আল্লাহ পাক অবগত আছেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সংকোচিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং প্রত্যেক জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা যথার্থ।-(৮)

৭. আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।-(১১)

৮. স্বর্ণ রৌপ্য যেমন গাদ মুক্ত করনের জন্য আগুনে জ্বালাতে হয় তেমনি আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন।-(১৭)

৯. যারা আল্লাহর আহবানে সাড়া দিবে তাদের পরিণতি কল্যাণকর হবে। পক্ষান্তরে যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিবে না তাদের আবাসস্থল হবে

www.amarboi.org

জাহান্নাম, পৃথিবীতে সকল সম্পদ বিনিময় হিসেবে পেশ করলেও তারা পরিত্রাণ পাবে না।–(১৮)

১০. শেষ পরিণতি তাদেরই ভাল যারা ওয়াদা রক্ষা করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে, আল্লাহর পথে দান করে এবং মন্দ কাজের জবাবে ভালো কাজ করে।–(২০-২২)

১১. মু'মিনদের অন্তর আল্লাহর যিকির/স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে থাকে।–(২৮)

১২. মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ তার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী পক্ষান্তরে কাফিরদের কর্মফল জাহান্নাম।–(৩৫)

সূরা ইবরাহীম–১৪

১৩. যারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে বেশী মহব্বত করবে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করবে তারাই পথভ্রষ্ট।–(৩)

১৪. প্রত্যেক নবীকে তার কওমের ভাষায় কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে যাতে তিনি স্পষ্ট করে আল্লাহর কালামকে বুঝিয়ে দিতে পারেন।–(৪)

১৫. আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি আরো নেয়ামত বাড়িয়ে দেন পক্ষান্তরে না শুকরিয়া করলে তিনি কঠোর শাস্তি দিবেন।–(৭)

১৬. কাফিররা স্বীয় যামানার রাসূলগণকে বলত, তোমরা বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে না আসলে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিব। বাতিল পন্থীরা হকপন্থীদের সাথে অদ্যাবধি অনুরূপ আচরণ করে আসছে।–(১৩)

১৭. বিচার দিবসে সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অনুসারীরা নেতৃবৃন্দকে বলবে তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি থেকে কিছু মাত্র রক্ষা করবে ? নেতৃবৃন্দ সেদিন নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ করবে।–(২১)

১৮. রোজ কিয়ামতে শয়তান মানুষকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের উপরতো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে

www.amarboi.org

আমার পথে ডেকেছি তোমরা আমার কথায় সাড়া দিয়েছো অতএব আমাকে দোষারোপ করো না নিজেদেরকে দোষারোপ কর।–(২২)

১৯. দুনিয়ার জীবনে যারা কালেমার ঘোষণা অনুযায়ী সৎ জীবন যাপন করবে কবরের জীবনে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক জবাবদানের ক্ষমতা দিবেন।–(২৭)

২০. ইবরাহীম (আ) স্বীয় দেশের নিরাপত্তা-শান্তির জন্য দোয়া করেছিলেন এবং মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকার কামনা করেছেন।–(৩৫)

২১. পরিবার পরিজনকে নামাযী বানাতে হবে এবং মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।–(৪০-৪১)

২২. কিয়ামতের দিন আসমান ও জমীনকে পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং আল্লাহপাক "কাহ্হার" নাম ধারণ করে আবির্ভূত হবেন। সেদিন অপরাধীরা পরস্পরের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে, তাদের পোশাক হবে দাহ্য আলকাতরার এবং মুখমণ্ডলকে আগুন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হবে।–(৪৮-৫০)

❐

www.amarboi.org

১১শ তারাবীহ্
(রমযানের ১০ম দিন)
-ঃ ১৪ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা আল হিজর-১৫

১. বিচার দিনে কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হয়ে যেত কতই না ভালো হতো। হে রাসূল! বর্তমান অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দিন তারা দুনিয়াকে উপভোগ করে নিকট অচিরেই তারা তাদের আসল পরিণতি জানতে পারবে। (২-৩)

২. কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তাদের জন্য নির্ধারিত হায়াত কম বেশী করতে পারবে না।-(৫)

৩. আল্লাহ কুরআন অবতরণ করেছেন এবং তিনিই তা সংরক্ষণ করবেন।- (৯)

৪. আল্লাহ পাক আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন এবং দর্শকদের জন্য তা সুশোভিত করেছেন। আকাশকে শয়তান থেকে নিরাপদ করেছেন, যে সকল শয়তান চুরি করে আকাশের কথা শুনতে চায় জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদেরকে ধাওয়া করে।-(১৮)

৫. আল্লাহই সকল সম্পদের হেফাযতকারী, তিনি পরিমাণ মত সরবরাহ করে থাকেন।-(২১)

৬. আল্লাহর হুকুম মানতে অস্বীকার করলে সে অভিশপ্ত হবে, যেমন ইবলিস হয়েছে।-(৩১-৩৫)

৭. জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার পৃথক পৃথক গার্ড আছে।-(৪৪)

৮. নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এ উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে আল্লাহপাক তা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। কিয়মত অবশ্যই আসবে।-(৮৫)

৯. যারা কুরআনকে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ করে এবং কিছু বর্জন করে তাদেরকে এ ব্যাপরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।-(৯১-৯২)

www.amarboi.org

১০.আল্লাহর বাণী প্রচার করে যেতে হবে, অবিশ্বাসীরা তা না মানলেও। –(৯৪)

সূরা আন নাহল–১৬

১১. আল্লাহ পাক বৃষ্টি দ্বারা মৃত জমীনকে যেমনি ভাবে সতেজ করেন, তেমনি সকল মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করবেন।–(১০-১১)

১২. আল্লাহপাক সমুদ্র থেকে মৎস ও অলংকারাদি আহরণের ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় স্থাপন করে জমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং নদী-নালা ও রাস্তাসমূহ তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য তৈরী করেছেন যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হও।–(১৪-১৫)

১৩. আল্লাহর দেয়া নেয়ামত গণনা করে তোমরা শেষ করতে পারবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ অবগত আছেন। –(১৮-১৯)

১৪. মানুষের সৃষ্ট দেব-দেবীরা কিছুই করতে পারে না, তারা নিজেরাই সৃষ্ট, প্রাণহীন, কবে তারা জীবন প্রাপ্ত হবে জানে না।–(২০-২১)

১৫. পাপাচারী ও অহংকারীদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ বলেন, তোমরা নিকৃষ্ট ও জাহান্নামী, পক্ষান্তরে নেককার ও পবিত্র বান্দাদের মৃত্যুর সময় বলেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।–(২৮-৩২)

১৬. সকল নবীদের দাওয়াত ছিলো আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত তথা খোদাদ্রোহীকে অস্বীকার কর।–(৩৬)

১৭. আল্লাহপাক যদি মানুষদেরকে সকল অন্যায়ের জন্য পাকড়াও করতেন তবে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতো না। বরঞ্চ তিনি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন।–(৬১)

১৮. চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে মানুষের জন্য চিন্তার বিষয় রয়েছে যে, রক্ত ও গোবরের মধ্য হতে পাক দুধ নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।–(৬৬)

১৯. মধু সর্ব রোগের ঔষধ বা নিরাময়কারী।–(৬৯)

www.amarboi.org

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, তোমাদের কাউকে লম্বা হায়াত দিয়ে থাকেন অতপর বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, কোনো কিছুই জানে না।–(৭০)

২১. আল্লাহপাক ন্যায়ের প্রতিপালন, সদাচারণ, আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে বলেছেন, এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও সীমালংঘন করা নিষিদ্ধ করেছেন।–(৯০)

২২. নারী-পুরুষ যেই সৎকর্ম করুক আল্লাহপাক প্রত্যেককে তার প্রতিদান দিবেন।–(৯৭)

২৩. যখনই কুরআন পড়তে বসবে তখনই আউযুবিল্লাহ পড়ে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবে।–(৯৮)

২৪. মানুষকে তোমার প্রভুর পথে ডাকো উত্তম কথা ও হেকমতপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে, এবং যদি বিতর্ক করতে হয় তবে তা উত্তম পন্থায় কর।–(১২৫)

২৫. হে রাসূল! ধৈর্যধারণ করুন! কাফিরদের ষড়যন্ত্র দেখে আপনি চিন্তিত হবেন না। আল্লাহপাক মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে রয়েছেন।–(১২৭-১২৮)

❐

www.amarboi.org

১২শ তারাবীহ

(রমযানের ১১তম দিন)

-ঃ ১৫ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা বনী ইসরাঈল–১৭

১. মেরাজের রাতে আল্লাহপাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করান এবং তার নির্দশন দেখান।–(১)

২. প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ে উপবিষ্ট আছেন লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ, বিচার দিনে প্রত্যেকে আমলনামা পড়ে পড়ে নিজ ঠিকানা জানতে পারবে।–(১৩-১৪)

৩. আল্লাহপাক যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চান, তখন সেই জনপদের সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিবর্গকে সৎকর্মের আদেশ দেন, কিন্তু তারা যখন অপকর্ম করে তখন উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে দেন।–(১৬)

৪. পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং তাদের জন্য দোয়া—'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সগিরা'—করতে বলেছেন।–(২৩)

৫. অপচয় করা যাবে না, নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

–(২৬-২৭)

৬. দান-সদকা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। একেবারে কৃপণও হওয়া যাবে না আবার উদার হস্ত হয়ে নিঃস্ব হতেও নিষেধ করা হয়েছে।–(২৯)

৭. দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। কেননা তাদের ও তোমাদের সকলের রিযিকদাতা আল্লাহপাক নিজেই।–(৩১)

৮. যেনা-ব্যভিচারীতার ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে।–(৩২)

৯. ইয়াতীম/নিঃস্বদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা যাবে না।-(৩৪)

www.amarboi.org

১০. ওয়াদা/ চুক্তি পরিপূর্ণ করো এবং ওজন ও পরিমাপ সঠিকভাবে পূর্ণ করে দাও।-(৩৫)

১১. অজানা কোনো বিষয়ে ফতোয়া—সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না।-(৩৬)

১২. জমীনের উপর গর্ব-অহংকার করে চলা যাবে না।-(৩৭)

১৩. আসমান ও জমীনের সকল প্রাণী ও বস্তু আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে কিন্তু মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে না।-(৪৪)

১৪. আদম সন্তানদেরকে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের উপর সম্মান—শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বস্তু থেকে তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়েছে।-(৭০)

১৫. বিচার দিনে প্রত্যেক মানুষকে তার আমলনামা সহ হাজির করা হবে। যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারাই শুধু তা পাঠ করবে, আল্লাহপাক বিন্দুমাত্র যুলুম করবেন না।-(৭১)

১৬. সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসৃত হওয়ারই বস্তু।-(৮১)

১৭. আল্লাহপাক কুরআন মজীদে এমন বিষয় নাযিল করেন যা মু'মিনদের জন্য নিরাময়কারী ও রহমত স্বরূপ।-(৮২)

১৮. রূহ তথা আত্মা হচ্ছে আল্লাহর একটি আদেশ মাত্র। এ ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান অতি সামান্য।-((৮৫)

১৯. জ্বীন ও মানুষ একত্রিত হয়ে কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।-(৮৮)

২০. যাদেরকে কুরআনের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন তা তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা মস্তক অবনত করে, তারা ক্রন্দন করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরো বৃদ্ধি হয়।-(১০৭-১০৯)

www.amarboi.org

সূরা কাহফ—১৮

২১. কুরআনের মধ্যে কোনো বক্রতা—জটিলতা নেই, তা মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং কাফিরদের জন্য সতর্কবাণী।–(১-২)

২২. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে ইনশাআল্লাহ শব্দ যোগে বলা কুরআনের শিক্ষা।–(২৩-২৪)

২৩. আসহাবে কাহাফের লোকেরা সাড়ে তিনশত বছর গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছিল, তা দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, আল্লাহপাক সকলকে পুনরুত্থান করতে সক্ষম।–(২৫)

২৪. হে রাসূল ! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালন কর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, যে নিজের অনুসরণ করে এবং যে কার্যকলাপে সীমালংঘন করে।–(২৮)

২৫. সন্তানাদি ও সম্পদসমূহ দুনিয়ার জীবনে শোভা, আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হলো নেক আমল।–(৪৬)

২৬. বিচার দিনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে যে, এটা কেমন কিতাব যে, ছোট বড় কোনো গুনাহই লেখা বাদ পড়েনি।–(৪৯)

২৭. কুরআনে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে তারপরও অধিকাংশ মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হয়।–(৫৪)

২৮. সেই ব্যক্তি বড় যালেম যাকে কুরআনের মাধ্যমে বুঝানোর পরও সত্য গ্রহণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের কর্তব্যসমূহ ভুলে যায়।–(৫৭)

২৯. মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন। তৎকালীন সময়েও তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন হযরত খিজির (আ), যিনি

www.amarboi.org

নৌকার তলদেশ ছিদ্র করে দেয়া, এক অবাধ্য বালককে হত্যা করা, একটি পতনোন্মুখ দেয়াল বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করে দেয়া ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন।–(৬৬-৭৭)

❐

www.amarboi.org

১৩তম তারাবীহ
(রমযানের ১২তম দিন)
-ঃ ১৬ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. পিতামাতা ন্যায়পরায়ণ হলে সন্তানাদি বিশেষ রহমত লাভ করে থাকে।-(৮২)

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত পরীক্ষার জন্য ইহুদীরা জুলকারনাইন বাদশা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো কুরআনে তাকে একজন ন্যায়পরায়ণ, দিগ্বিজয়ী শাসক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।-(৮৩)

৩. বাদশাহ জুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজ এবং জনপদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে তাদের অত্যাচার থেকে জনগণকে নিরাপদ করেছেন। কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ঐগুলো প্রাচীর ভেঙে বের হয়ে আসবে।-(৯৪-৯৭)

৪. যারা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করবে এবং আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে অস্বীকার করবে, তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত-দেউলিয়া হবে।-(১০৪)

৫. মহান আল্লাহর প্রশংসা লেখার জন্য যদি সমুদ্র সমূহকে কালি বানানো হয় তবুও তার প্রশংসা লেখা শেষ হবে না।-(১০৯)

৬. রাসূল (স) অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ, তবে তাঁর প্রতি অহী নাযিল হওয়াই হলো আসল পার্থক্য। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন ভালো কাজ করে এবং আল্লাহর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।-(১১০)

সূরা মারইয়াম-১৯

৭. আল্লাহপাক স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত বিনা বাপে ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন।-(২০-২১)

www.amarboi.org

৮. ঈসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে আল্লাহপাক নবী বানিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করতে বলেছেন। আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।-(৩০-৩৩)

৯. দয়াময় আল্লাহর কাছে সকল মানুষের পরিসংখ্যান রয়েছে নিয়মিত সব মানুষ তার কাছে একাকী অবস্থায় হাজির হবে।-(৯৪-৯৫)

১০. ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন আপনি এমন বস্তুর কেন পূজা করেন যে, শুনতে পায় না ও দেখতেও পায় না এবং আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না।-(৪২)

১১. জান্নাতের উত্তরাধীকারী তারাই হবে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে।-(৬৩)

১২. কেয়ামতের দিন মুত্তাকিন বান্দাদেরকে মেহমানের মত অভ্যর্থনা জানিয়ে জান্নাতে সমবেত করা হবে, পক্ষান্তরে পাপীদেরকে পিপাসার্ত পশুর ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে।

-(৮৫-৮৬)

সূরা ত্ব-হা-২০

১৩. হে রাসূল ! আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কুরআন নাযিল করা হয়নি। বরঞ্চ তা উপদেশনামা তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে।-(২)

১৪. আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। কেয়ামত অবশ্যই আসবে আল্লাহপাক তা গোপন রেখেছেন যাতে প্রত্যেককে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী বিনিময় দেয়া যায়।-(১৪-১৫)

১৫. মূসা (আ) বিপদ সংকুল কাজের সময় রাব্বিশরাহলি সাদরি ----- পড়তেন।-(২৫)

১৬. মূসা ও হারুন (আ)-কে যাদুকর আখ্যায়িত করে ফেরাউন দেশের সেরা যাদুকরদেরকে একত্রিত করলো তাদের মোকাবেলার জন্য, পরবর্তিতে যাদুকরেরা পরাজিত হয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান

www.amarboi.org

আনলো। ফেরাউন যাদুকরদেরকে বিপরীত দিক থেকে হাত পা কর্তন ক'রে শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো।–(৩০-৩২)

১৭. শিশু মূসা নবীকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ মূসা (আ)-এর মায়ের প্রতি এসেছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে মূসা (আ)-এর প্রতিপালন সুন্দর পরিবেশে হয়।–(৩৯)

১৮. মাটি থেকেই মানুষের সৃষ্টি মাটিতেই দাফন করা হবে এবং মাটি থেকেই পুনরুত্থান করা হবে।–(৫৫)

১৯.আল্লাহর স্মরণ থেকে যারা বিমুখ থাকবে তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে, বিচার দিবসে অন্ধ হয়ে উঠবে, যেহেতু তারা দুনিয়াকে ভুলে ছিলো তাই তাদেরকে আল্লাহ ভুলে যাবেন।–(১২৪-১২৬)

২০. সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে আপনার প্রতিপালকের তাসবীহ করুন। রাতের কিয়দাংশে এবং প্রান্ত ভাগেও তাসবীহ করুন। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করুন।–(১৩০)

২১. পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে এবং নিজেকেও নামাযের প্রতি অবিচল থাকতে বলা হয়েছে।–(১৩২)

❐

www.amarboi.org

১৪তম তারাবীহ
(রমযানের ১৩তম দিন)
-ঃ ১৭ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা আল আম্বিয়া—২১

১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতি নিকটবর্তী কিন্তু তারা এ ব্যাপারে উদাসীন।–(১)

২.তোমাদের কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে, যিনি জানেন তার কাছ থেকে জেনে নাও।–(৭)

৩. আসমান ও জমীনে যদি দুজন আল্লাহ থাকতেন, তবে অবশ্যই বিশৃংখলা দেখা দিত।–(২২)

৪. তিনিই (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।–(৩৩)

৫. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ ও সবকিছুর ফলাফল তাড়াতাড়ি পেতে চায়। কিন্তু আল্লাহ পাক ত্বরা প্রবণতাকে নিষেধ করেছেন।–(৩৭)

৬. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদেরকে ভালো মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করা হবে।–(৩৫)

৭. বিচার দিনে আল্লাহপাক সঠিক পরিমাপের মীযান স্থাপন করবেন। কেউ সরিষার দানার সমান নেকী বদী করলেও তা হাজির করা হবে-কারো প্রতি যুলুম করা হবে না।–(৪৭)

৮. ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে আল্লাহপাক আগুনকে বললেন, 'কুলনা ইয়ানারু কুনি বারদাও ওয়া ছালামান আলা ইবরাহীম'—হে আগুন! ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক শীতল হয়ে যাও।–(৪৯)

৯. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-কে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য লৌহবর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছেন।–(৮০)

www.amarboi.org

১০. হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হলে 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা .....' এ দোয়া পড়েছিলেন।-(৮৭)

১১. আল্লাহপাক বাতাসকে হযরত সুলাইমান (আ)-এর অধীন করে দিয়েছেন এবং জীনেরাও তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দিত। -(৮১-৮২)

১২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জগদ্বাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ করা হয়েছে।-(১০৭)

সূরা হাজ্জ-২২

১৩. ইসরাফিল (আ) যখন শিংগায় ফুঁৎকার দিবেন তখন প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ভুলে যাবেন, গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, মানুষগুলোকে মাতাল মনে হবে যদিও তারা মাতাল নয়।-(২)

১৪. যে আল্লাহপাক সামান্য বীর্য থেকে রক্ত মাংশ, শিশু, যুবক-বৃদ্ধ ইত্যাদী পর্যায়ে নিয়ে যান তিনি অবশ্যই কেয়ামত আনতে সক্ষম।-(৫)

১৫. আসমান ও যমীনের সবকিছু চন্দ্র, সূর্য, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীব জন্তু এবং অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করে। তিনি যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না।-(১৮)

১৬. আল্লাহপাক কা'বাঘরকে প্রত্যেক তাওয়াফকারী, রুকূ' ও সেজদাকারীর জন্য পবিত্র রাখতে বলেছেন এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের আহবান জানিয়ে দিতে বলেছেন।-(২৬-২৭)

১৭.আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছিলেন। কুরবানীর পশুর রক্ত, মাংস আল্লাহর কাছে পৌছে না পৌছে শুধু মানুষের তাকওয়া।-(৩৫-৩৭)

১৮. মুসলিম শাসকদের অন্যতম কাজ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা।-(৪১)

www.amarboi.org

১৯. হযরত ইবরাহীম (আ) তার সম্প্রদায়ের পূজনীয় মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবে কৌশল হিসেবে বড় মূর্তিটিকে অক্ষত রেখেছিলেন।–(৫৮)

২০. মূর্তি পূজারীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করে তারা সবাই মিলে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না এবং মাছি যদি তাদের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারে না।–(৭৩)

২১. আল্লাহপাক তাঁর বাণী বাহক হিসেবে ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে হতে কাউকে মনোনীত করে থাকেন। তিনি সম্মুখ-পিছনের সব খবর জানেন এবং একদিন সকল কিছু তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।–(৭৪-৭৫)

২২. মু'মিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা রুকূ' কর, সেজদা কর তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত করো এবং কল্যাণকর কাজ করতে থাকো তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে।–(৭৭)

২৩. দীন ইসলামের মধ্যে কোনো বক্রতা নেই। মুসলমানদের জাতির পিতা হলো হযরত ইবরাহীম (আ)।–(৭৮)

২৪. নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধর।–(৭৮)

❐

www.amarboi.org

১৫তম তারাবীহ্

(রমযানের ১৪তম দিন)

-ঃ ১৮তম পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা মু'মিনূন–২৩

১. মু'মিনদের মধ্যে যারা নামাযে বিনয়ী, বাজে—অশ্লীল কথা এড়িয়ে চলে যাকাত আদায় করে, অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকে, আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে তারাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।–(১-১০)

২. লোকেরা দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে এবং নিজ নিজ আদর্শকে সঠিক মনে করে, মূলত তাদের আর্দশই ঠিক যা কুরআন হাদীস সমর্থিত।–(৫৪)

৩. যারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে, তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে, শির্ক করে না এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে শংকিত থাকে তারাই কল্যাণের পথে অগ্রগামী।–(৫৭-৬১)

৪. আল্লাহই তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন, কাজেই তারই প্রতি কৃতজ্ঞ হও।–(৭৮)

৫. বিচার দিনে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনো কাজে আসবে না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ফায়সালা পাবে।–(১০১)

সূরা আন নূর–২৪

৬. ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে একশত দোর্‌রা মারতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো করুণা প্রদর্শন করা যাবে না। জনসম্মুখে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে যাতে অন্যরা শিক্ষা পায়।–(২)

৭. বৃদ্ধা নারীদের জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। তবে অবশ্যই শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে।–(৬০)

www.amarboi.org

৮. কোনো সতী সাধ্বী নারীদের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত দিতে হবে।–(৪)

৯. কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারিতার অভিযোগ আনে এবং সাক্ষী না থাকে তবে তারা লেয়ান করবে অর্থাৎ উভয়ে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, আমি সত্যবাদী এবং ৫ম বারে বলবে আল্লাহ মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। এরপর বিচারক উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন।–(৬-১০)

১০. যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাবে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি রয়েছে।–(১৯)

১১. কারো গৃহে প্রবেশের আগে সালাম দিতে হবে। অনুমতি নিতে হবে। –(২৭)

১২. মু'মিন নর-নারীর আপন চক্ষুদ্বয়কে অবনত রাখতে হবে এবং নারীদের বক্ষদেশের উপর আলাদা চাদর ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।–(৩০-৩১)

১৩. যাদের বিবাহ করার সামর্থ নেই, তাদেরকে পূতঃপবিত্র থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।–(৩৩)

১৪. আল্লাহ পাক বিচিত্র ধরনের জীব সৃষ্টি করেছেন, তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে, কতক দুপায়ে এবং কতক চার পায়ে চলে। তিনি সকল বিষয়ে শক্তিমান।–(৪৫)

১৫. মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো আদেশ দেয়া হয় তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। তারাই হবে সফলকাম।–(৫১)

১৬. আল্লাহ পাক ওয়াদা দিয়েছেন যে, একদল মু'মিনীন সালেহীন বান্দা তৈরী হলে তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিবেন।–(৫৫)

১৭. তিনটি সময়ে আপনজনরাও অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করবে না।

www.amarboi.org

ক) ফজরের নামাযের পূর্বে
খ) দুপুরের আহারের পর বিশ্রামের সময়।
গ) এশার নামাযের পর।-(৫৮)

১৮. মু'মিনদের সামষ্টিক কোনো কাজ শুরু হলে সেখান থেকে দায়িত্বশীলদের অনুমতি না নিয়ে চলে যাওয়া সমীচন নয়।-(৬২)

১৯. তোমাদের পরস্পরের আহবানের চেয়ে রাসূল (স)-এর আহবানে সাড়া দেয়াকে অধিক জরুরী মনে করবে। আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন।-(৬৩-৬৪)

সূরা ফুরকান-২৫

২০. আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্য সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী আল কুরআন নাযিল করেছেন।-(১)

২১. কাফিরদের অভিযোগ ছিল এ আবার কেমন রাসূল যিনি খানাপিনা খান, বাজারে যান, তার সাথে ফেরেশতা থাকে না মূলত আল্লাহ মানুষের মধ্যে থেকে রাসূল পাঠান।-(৩)

২২. হে রাসূল! তোমার পূর্বে প্রেরিত সকল রাসূলগণই খানা খেতেন এবং বাজারে চলাফেরা করতেন। এভাবেই আল্লাহ পরস্পরকে পরীক্ষা করেন। অতএব ধৈযধারণ কর। আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।-(২৭)

❐

www.amarboi.org

১৬শ তারাবীহ

(রমযানের ১৫তম দিন)

-ঃ ১৯ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা আসে না কেন এবং আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না কেন ?তারা অহংকারী এবং সীমালংঘনকারী।

–(২১)

২. আল্লাহপাক দুই সমুদ্রকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন একটির পানি মিষ্টি এবং অপরটির পানি লবনাক্ত অথচ উভয়ের মাঝখানে দেয়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা ভেদ করতে পারে না।–(৫৩)

৩. দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা জমীনে ভদ্র ও নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খ লোকেরা নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করলে তাদেরকে শান্তির বাণী শুনিয়ে দেয়, তারা নামাযে ও সেজদারত অবস্থায় রাত্রি জাগরণ করে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে ক্ষমা চায়।–(৬১-৬৫)

৪. মু'মিন বান্দারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে না। (৭২)

৫. মু'মিন বান্দাদেরকে নিজেদের এবং পরিবার পরিজনদের জন্য আল্লাহপাক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন 'রব্বানা হাবলানা মিন ..... ইমামা।–(৭৪)

সূরা শুআরা–২৬

৬. হে রাসূল! কাফিররা ঈমান আনছে না দেখে আপনি মর্মব্যাথায় ভেঙে পড়বেন না। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল করতে পারেন ফলে তারা অবনত হয়ে যাবে।–(৩-৪)

৭. ফেরাউন দেশের সকল যাদুকরদের সমবেত করেছিলো মূসা (আ)-কে পরাভূত করার জন্য। কিন্তু আল্লাহর কুদরাতে মূসা (আ)-এর লাঠি তাদের সকল যাদু খর্ব করেছিলো।–(৩৬-৪৫)

www.amarboi.org

৮. বিচার দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি মানুষের কোনো উপকারে আসবে না।-(৮৮)

৯. মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে অভ্যর্থনার স্থান নির্ধারণ করা হবে পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নাম খুলে দেয়া হবে।-(৯০-৯১)

১০. আল্লাহর পথে আহবানকারীদেরকে বাতিলপন্থীদের পক্ষ হতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হত্যার হুমকি দেয়া চিরচারিত নিয়ম।-(১০৬-১১৭)

১১. পরিমাপে কম বেশী করা যাবে না এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না।-(১৮১-১৮৩)

১২. নিকট আত্মীয়দেরকে পরকালীন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।-(১২৪)

১৩. মু'মিন-পরহেজগার বান্দাদের সাথে নম্র ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।-(২১৫)

১৪. ঈমানের বহিঃ প্রকাশ হলো সৎকাজ করা এবং সব কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলা।-(২২৭)

সূরা আন নামল-২৭

১৫. যারা নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য সু-সংবাদ।-(২-৩)

১৬. আল্লাহপাক সুলাইমান (আ)-কে অঢেল সম্পদ ও বিশ্বময় ক্ষমতা দান করেছিলেন। একদা কোনো এক অঞ্চলের রাণী বিলকিস বশ্যতা স্বীকার না করায় তাকে ও তার সিংহাসনকে দরবারে হাজির করতে বললেন জ্বীনেরা তা আনতে চাইলো। বাদশা নিজ আসন থেকে উঠার আগেই পক্ষান্তরে আসিফ বালখিয়া চোখের পলক ফিরাবার আগেই হাজির করলেন।-(১৬-৪০)

১৭. সামুদ জাতির লোকেরা নবী সালেহ (আ) ও তাঁর সাথীদেরকে অলক্ষুণে মনে করত। যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদেরকে এভাবেই মূল্যায়ন করে থাকে।-(৪৭)

www.amarboi.org

১৮. লূত (আ) যখন তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে লাওয়াতাত (পুরুষের সাথে ব্যভিচার) করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা তাঁকে জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাইলো। সত্যের পথে আহবানকারীদের সাথে সর্বযুগে এরূপ আচরণই করা হয়ে থাকে।–(৫৪-৫৬)

১৯. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সকলকেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।–(৫৯)

www.amarboi.org

১৭তম তারাবীহ

(রমযানের ১৬শ দিন)

-ঃ ২০ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. মহান একক আল্লাহ পাকই জমীনকে স্থিতিশীল, নদ-নদীকে প্রবহমান এবং পাহাড়কে মজবুত করে তৈরী করেছেন।-(৬১-৬৩)

২. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়সমূহ সম্পর্কে আল্লাহপাক অবগত আছেন, কাজেই তাকে ভয় করে জীবনযাপন করা উচিত।-(৬৫)

৩. হে রাসূল ! যারা মৃতদের ন্যায় আপনি তাদেরকে সত্যের বাণী শুনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকেও সত্যের ডাক শুনাতে পারবেন না যখন তারা পশ্চাতপদ হয়ে যাচ্ছে।-(৮০)

৪. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে "দাব্বাতুল আরদ" নামক একটি প্রাণী ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে এটা কিয়ামতের আলামত।-(৮২)

৫. নেককার বান্দাগণ হাশরের ময়দানে থাকবে স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদে, পক্ষান্তরে গুনাহগার বান্দারা থাকবে আশংকাগ্রস্থ এবং তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।-(৮৩)

৬. বিচার দিবসে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে একত্রিত করা হবে তারা পরিণতির ব্যাপারে হতো বিহ্বল হয়ে যাবে।-(৮৩)

৭. যে দিন শিংগায় ফুঁৎকার প্রদান করা হবে সে দিন আসমান ও জমীনের সকলেই ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়বে তবে আল্লাহ যাদেরকে রহম করবেন তারা ছাড়া।-(৮৪)

৮. যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে সে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান পাবে।-(৮৯)

www.amarboi.org

৯. হে রাসূল! আপনি কুরআন তেলাওয়াত করে শুনান। অতপর যারা হেদায়াত হবে তারা নিজেদের জন্যই তা হবে আর যারা পথভ্রষ্ট হবে সে ব্যপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই।-(৯২)

সূরা আল কাসাস-২৮

১০. ফেরাউন স্বপ্নে তার শত্রুর আগমন ভেবে দেশের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলো আল্লাহপাক এর পরেও হযরত মূসা (আ)-কে দুনিয়ায় পাঠান।-(৪)

১১. ফেরাউন যখন মূসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল তখন এক ব্যক্তি মূসা (আ)-কে সেই খবর জানিয়ে পালিয়ে যেতে বললেন। পরে তিনি মাদইয়ান নগরীর দিকে চলে যান।-(২০)

১২. মূসা (আ) ৮ বছর শ্রম দিয়ে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করেছিলেন —যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।-(২৭)

১৩. হে রাসূল ! আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না। বরঞ্চ আল্লাহ যাকে খুশি হেদায়াত নসীব করেন। -(৫৬)

১৪. কোনো জনপদে রাসূল না পাঠিয়ে এবং তারা অত্যাচারি না হলে আল্লাহপাক শাস্তি দেন না।-(৫৯)

১৫. আল্লাহপাক মানুষকে ভেবে দেখতে বলেছেন যে, তিনি যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত ও স্থায়ী করেন তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে, মানুষকে আলো এনে দিতে পারে অথবা তিনি যদি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে, বিশ্রামের জন্য রাত্রি এনে দিতে পারে ?-(৭১-৭২)

১৬. কারুন ছিল মূসা (আ)-এর বংশধর সম্পদশালী ব্যক্তি কিন্তু যাকাত না দেয়ার কারণে তাকে সকল সম্পদ সহ মাটিতে প্রোথিত করা হয়। -(৭৬)

www.amarboi.org

১৭. যারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায় না এবং ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে না। সেসব মু'মিনদের জন্যই শুভ পরিণাম মওজুদ রয়েছে। -(৮৩)

১৮. বিধান তৈরী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।-(৮৮)

সূরা আন কাবুত-২৯

১৯. সকল নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা কর হয়েছে।-(১,২)

২০. পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, তবে তাদের কথায় গুনাহের কাজ করা যাবে না।-(৮)

২১. কাফিররা মু'মিনদেরকে বলত তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। কিন্তু তারা তা বহন করবে না, তারা মিথ্যাবাদী।-(১২)

২২. হযরত নূহ (আ) ৯৫০ বছর দীনের পথে মানুষকে ডেকেছেন, অবশেষে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি তাদেরকে জলোচ্ছ্বাস দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।-(১৪)

২৩. যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে বন্ধু—আশ্রয়দাতা রূপে গ্রহণ করে, তাদের এ বন্ধুত্ব মাকড়সার জালের ন্যায় ক্ষণভংগুর। -(৪১)

❐

www.amarboi.org

১৮তম তারাবীহ
(রমযানের ১৭তম দিন)
-ঃ ২১ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।-(৪৫)

২. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।-(৫৭)

৩. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, আখেরাতের জীবনই আসল জীবন।-(৬৪)

৪. নৌযানে আরোহণ করে বিপদগ্রস্ত হয়ে মানুষ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতপর আল্লাহ যখন তাদেরকে স্থলে এনে উদ্ধার করেন তখন তারা শরীক করে বসে।-(৬৫)

৫. যারা আল্লাহর পথে চলার জন্য চেষ্টা চালায়, অগ্রসর হয়—আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত নসীব করেন।-(৬৯)

সূরা আর রূম—৩০

৬. কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী রোমের অধিবাসিরা বিজয়ী হবে পারস্যবাসীদের উপর সত্যে পরিণত হয়েছিলো যা কুরআনের একটি মোজেযা।-(২-৬)

৭. আল্লাহর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ (২০-২২)

ক) মাটি থেকে মানুষ তৈরী করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

খ) প্রত্যেক মানুষের জন্য জোড়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।

গ) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও বিভিন্ন বর্ণের ও বিচিত্র ভাষার মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

www.amarboi.org

৮. মানুষকে ধর্মের উপর একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে। সবাইকে আল্লাহ মুখী হতে, নামায কায়েম করতে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।
–(৩০-৩১)

৯. মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, আর যখন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায় তখন আল্লাহকে ভুলে যায় এবং শিরক করে বসে।–(৩৩)

১০. আল্লাহপাক মানুষের কৃতকর্মের অংশ দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে পৃথিবীর জল ও স্থলভাগে বিপর্যয় সৃষ্টি করেন।–(৪১)

১১. মানুষকে পৃথিবী ঘুরে মুশরিকদের পরিণামের স্মৃতি চিহ্ন দেখতে বলা হয়েছে।–(৪২)

সূরা লোকমান–৩১

১২. মানুষকে পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেন এবং দু বছর যাবত দুগ্ধ পান করান। অতএব আল্লাহর প্রতি ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।–(১৪)

১৩. নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ।–(১৭)

১৪. অহংকার বশত মানুষকে অবজ্ঞা করা যাবে না। অহংকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না।–(১৮)

১৫. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।–(২০)

১৬. যদি সকল বৃক্ষকে কলম ও সাত সমুদ্রকে কালি বানানো হয় তবুও আল্লাহর প্রশংসা লেখা শেষ হবে না।–(২৭)

www.amarboi.org

১৭. আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে এবং এমন একদিনকেও ভয় করতে বলা হয়েছে যেদিন পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার কোনো উপকারে আসবে না।–(৩৩)

১৮. পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।–(৩৪)

(ক) কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে (খ) বৃষ্টি কখন, কোথায় হবে। (গ) মাতৃ গর্ভে কি রয়েছে। (ঘ) মানুষ আগামীকাল কি উপার্জন করবে। (ঙ) কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে।

সূরা সাজদা–৩২

১৯. আল্লাহর কিতাবের প্রতি যারা ঈমান রাখে তারা তাঁর আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, অহংকারমুক্ত হয়ে আল্লাহর হামদ সহকারে তাসবীহ করে, শয্যা থেকে দেহ পৃথক করে ইবাদাতে মগ্ন হয়। স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করে।–(১৫-১৬)

২০. মানুষকে সংশোধনের জন্য আল্লাহ গুরুতর শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তি দান করেন।–(২১)

সূরা আহযাব–৩৩

২১.হে রাসূল! আল্লাহকে ভয় করে চলুন, কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না, আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে অহীর অনুসরণ করুন আর আল্লাহই উত্তম অবিভাবক।–(১-৩)

২২. তোমাদের মুখের কথায় পালকপুত্র নিজের সন্তানে পরিণত হবে না এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে জেহার অর্থাৎ মা বলে সম্বোধন করলেও তারা মা বলে পরিগণিত হবে না।–(৪)

www.amarboi.org

২৩. মু'মিনদের নিজেদের চেয়ে রাসূলই (স) হলেন উত্তম বন্ধু এবং নবী পত্নীগণ মু'মিনদের মাতা স্বরূপ।–(৯৬)

২৪. নিশ্চয় রাসূল (স)-এর জীবনীতে রয়েছে সকলের জন্য উত্তম আদর্শ। বিশেষ করে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে তাদের জন্য।–(২১)

www.amarboi.org

১৯তম তারাবীহ্

(রমযানের ১৮তম দিন)

-ঃ ২২ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. নারীদেরকে সাধারণত গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে বাহিরে গেলে শালীন পোশাকে যেতে পারবে, জাহিলী যুগের নারীদের ন্যায় প্রর্দশনী করে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরপুরুষের সাথে কোমল ও কমনীয় সুরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।
-(২২-২৩)

২. আল্লাহ ও তার রাসূল (স) কোনো নির্দেশ দেয়ার পর কোনো মু'মিন নর ও নারীর তা ভেবে চিন্তে দেখার কোনো অবকাশ নেই।-(৩৬)

৩. হযরত মুহাম্মাদ (স) কোনো পুরুষের পিতা ছিলেন না বরঞ্চ তিনি হলেন সর্বশেষ নবী।-(৪০)

৪. জান্নাতবাসীদের অভিবাদন হবে সালাম।-(৪৪)

৫. রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণের নিকট কোনো কিছু চাইলে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইতে বলা হয়েছে এবং নবী পত্নীগণকে বিবাহ করা মু'মিনদের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।-(৫৩)

৬. আল্লাহ এবং তদ্বীয় ফেরেশতাগণ নবীর উপর দুরূদ পড়ে থাকেন। অতএব তোমরাও নবীর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ কর।-(৫৬)

৭. যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে তাদের উপর অভিসম্পাত আর মুমিন নর-নারীকে কষ্ট দেয়া পাপের কাজ।-(৫৭-৫৮)

৮. মু'মিন নারীদেরকে বাইরে যাওয়ার প্রাক্কালে একটি চাদর—আবরণী সাধারণ পোশাকের উপরে জড়িয়ে নিতে বলা হয়েছে যাতে করে তাদেরকে সম্ভ্রান্ত মনে করে উত্ত্যক্ত করা হবে না।-(৫৯)

৯. কিয়ামতের দিন জাহান্নামী ব্যক্তিরা তাদের নেতৃবর্গ ও সরদারদের বিরুদ্ধে পথভ্রষ্ট করার অভিযোগ করে তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাবী করবে এবং তাদেরকে অভিশাপ দিবে।-(৬৭-৬৮)

www.amarboi.org

১০. মু'মিনদেরকে সদা সর্বদা সত্য ও সঠিক কথা বলতে বলা হয়েছে তাহলে তাদের গুনাহ মাফ এবং আমল সংশোধনের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।–(৭০-৭১)

১১. আল্লাহ পাক কুরআনের মত মহান আমানতকে আসমান-যমীন ও পাহাড়ের নিকট পেশ করেছিলেন তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ভীত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ তা গ্রহণ করে নিজের উপর যুলুম করেছে এবং অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে এর দ্বারা আল্লাহপাক মুশরিক ও মুনাফিকদের শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।–(৭২-৭৩)

সূরা সাবা—৩৪

১২. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আসমান ও জমীনের সবকিছুর মালিক। তিনি জানেন জমীনে ও আসমানে যা কিছু অবতরণ করে এবং যা উত্থিত হয়।–(১-২)

১৩. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।–(২৩)

১৪. আল্লাহপাক বাতাস ও জ্বিন জাতিকে সুলাইমান (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। বাতাস হযরত সুলাইমান (আ)-কে নিয়ে সকালে ও বিকালে দুই মাসের রাস্তা অতিক্রম করত। আর জ্বিনদের দিয়ে তিনি দুর্গ, চিত্রকর্ম, হাওজের মত বিরাট পাত্র চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ তৈরী করাতেন।–(১২-১৩)

১৫. জ্বিনদের দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণের সময় সুলাইমান (আ)-এর মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর কুদরাতে লাঠির উপর ভর দিয়ে নির্মাণ কাজ তদারকি করতে থাকেন। এক সময় ঘুন পোকা লাঠি খেয়ে ফেললে তিনি মাটিতে পড়ে যান। জ্বিনেরা তখন বুঝতে পারে যে, অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তাদেরকে এই আবদ্ধ থাকতে হতো না।–(১৪)

www.amarboi.org

১৬. কেয়ামতের দিন অনুসারীরা নেতৃবৃন্দকে বলবে তোমরা দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে আল্লাহর আদেশ মানা থেকে বিরত রাখতে।–(৩৩)

১৭. আল্লাহপাক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে রিযিক কম বেশী করে থাকেন।–(৩৬)

সূরা ফাতির–৩৫

১৮. সম্মান ও দক্ষতা আল্লাহই দিয়ে থাকেন, সৎকর্ম সম্মান বৃদ্ধি করে। –(১০)

১৯. কোনো নারীর গর্ভধারণ, প্রসব করণ, আয়ু কম বেশী আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হয়ে থাকে।–(১১)

২০. হে মানবমণ্ডলী ! তোমরা আল্লাহর মোকাবিলায় একেবারেই দরিদ্র, তিনি প্রাচুর্যশালী ও প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারন করে অন্য কোনো নতুন সৃষ্টিকে আনয়ন করতে পারেন। –(১৫-১৬)

২১. আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম—জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলেন।–(২৮)

২২. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না।–(২৯)

২৩. আল্লাহ যদি মানুষের সকল ভুলত্রুটি ধরতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীব-জন্তু বেঁচে থাকতে পারত না।–(৪৫)

সূরা ইয়াসিন–৩৬

২৪. রাসূলের উপদেশ থেকে তারাই উপকৃত হবে যারা কুরআনকে মেনে চলে এবং আল্লাহকে না দেখে ভয় করে।–(১১)

www.amarboi.org

২৫. মানুষ যা আমল করে এবং পৃথিবীতে যা কিছু রেখে যায় সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।–(১২)

২৬. মানুষ যখন কোনো ভালো কথা জানতে পারে তৎক্ষণাৎ তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিতে হবে, যেমন হাবিবুন্নাজ্জার দিয়েছিল।–(২১)

❐

www.amarboi.org

২০তম তারাবীহ

(রমযানের ১৯তম দিন)

-ঃ ২৩ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।–(২২)

২. চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান আছে।–(৪০)

৩. যখন ইসরাফিল (আ) দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার প্রদান করবেন তখন সকল কবরবাসীরা পুনর্জীবিত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার দিকে রওয়ানা হবে।–(৫১)

৪. জান্নাতবাসীগণ আনন্দে বিভোর থাকবে। তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। তাদের জন্য থাকবে রকমারি ফল-মূল এবং যা চাবে তা।–(৫৫-৫৭)

৫. বিচার দিবসে মানুষের মুখ সিল করে দেয়া হবে, সকল অংগ প্রতংগ পার্থিব কার্যাবলীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।–(৬৫)

সূরা সাফ্ফাত–৩৭

৬. আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছেন। অবাধ্য শয়তান থেকে এই আকাশকে সংরক্ষিত করেছেন; উর্ধজগতের কোনো সংবাদ শুনতে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পিছু ধাওয়া করে।–(৬-১০)

৭. কাফিরদের সন্দেহ ছিল মানুষ মরে গেলে পঁচে যাবে, তাই পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করবে—আল্লাহ বলেন, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করতে আরো বেশী সক্ষম।–(১৬-১৮)

www.amarboi.org

৮. জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাক্কুম ফল যা কাঁটাযুক্ত হওয়ার কারণে কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে এবং গরম-ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে।–(৬২-৬৭)

৯. ইবরাহীম (আ) আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন তেমনি আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনে সদা তৎপর থাকা উচিত।–(১০২)

সূরা সোয়াদ–৩৮

১০. মানুষের মধ্যে ইনসাফ—সুবিচার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। নফসের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।–(৪১)

১১. কুরআন একটি বরকতময় কিতাব যা রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন মানুষেরা এর প্রতিটি আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।–(২৯)

১২. হযরত আইউব (আ)-কে রোগ-ব্যধি শোক-ব্যথা-বেদনা দিয়ে পরীক্ষা করেন তবুও তিনি ধৈর্যহারা হননি।–(৪২)

১৩. অহংকারবশত হযরত আদম (আ)-কে সেজদা না করার কারণে শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েছে। তার আবেদনে আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। শয়তান আল্লাহর ইজ্জতের কসম খেয়ে বলল যে, আল্লাহর খাঁটি বান্দা ছাড়া বাকী সবাইকে সে বিপদগামী ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।–(৭৫-৮৩)

১৪. শয়তান ও তার অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে। -(৮৫)

সূরা আয যুমার–৩৯

১৫. রাসূল (স)-এর মাধ্যমে মানুষকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় বিভিন্ন বস্তুর পূজা করে তারা পথভ্রষ্ট। কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া হবে।–(৩)

www.amarboi.org

১৬. একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। তোমাদের সকলকেই স্বীয় প্রভুর দিকে ফিরে যেতে হবে।-(৭)

১৮. মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ যখন অনুগ্রহ করে বিপদ মুক্ত করেন তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায়।-(৮)

১৮. যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে আখেরাতকে ভয় করে, স্বীয় প্রতিপালকের করুণার আশা রাখে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে তা করে না। অনুরূপভাবে যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান ? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।
-(৯)

১৯. যারা তাগুতের অনুসারী না হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে তাদের জন্যই সফলতার সুসংবাদ।-(১৭)

২০. আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করেছেন সে আল্লাহর আলোকপ্রাপ্ত পক্ষান্তরে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিরা দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থ।-(২২)

২১. অনুধাবনের জন্য আল্লাহ কুরআন পাকে সব বিষয়ই বর্ণনা করেছেন।-(২৭)

২২. হে রাসূল! আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার বিরোধিরাও মৃত্যুবরণ করবে, অতপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলের মধ্যে ফায়সালা করবেন।-(৩০-৩১)

❐

www.amarboi.org

২১তম তারাবীহ

(রমযানের ২০তম দিন)

-ঃ ২৪ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন মৃত্যুর সময় এবং ঘুমের সময়— তবে যাদের হায়াত বাকী আছে তাদের ঘুমের পরে প্রাণ ফিরিয়ে দেন, এতে চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে।–(৪২)

২. যালিম ও পাপী বান্দাদের পৃথিবী ও তার সম পরিমাণ বস্তু দ্বারা হলেও কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে কিন্তু তারা মুক্তি পাবে না।–(৪৭)

৩. আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। –(৫৩)

৪. কিয়ামতের দিবসে গোটা পৃথিবী আল্লাহর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে।–(৬৭)

৫. প্রথমবার শিংগায় ফুঁৎকার প্রদান করার পর আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে সবই বেহুশ হয়ে যাবে। অতপর দ্বিতীয় শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। আমলনামা স্থাপন করা হবে। পয়গাম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে—সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। –(৬৮-৬৯)

৬. কাফিরদেরকে অসম্মানের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে পক্ষান্তরে মু'মিনদেরকে সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। –(৭১-৭৩)

www.amarboi.org

সূরা মুমিন–৪০

৭. মু'মিন বান্দাদের জন্য তাদের পিতা-মাতা সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের মাগফেরাতের জন্য এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করে থাকেন।–(৮)

৮. মহান আরশের অধিপতি আল্লাহপাকই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তিনি যাকে খুশি কিয়ামতের দিবসের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য তত্ত্ব পূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন।

৯. বিচার দিবসে সবকিছুই প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিন আল্লাহপাক প্রশ্ন করবেন আজকের দিনের বাদশাহী কার ? কেউ যখন জবাব দিবে না। তখন আল্লাহ পাকই জবাব দিবেন আজকের দিনের একক আধিপত্য হচ্ছে প্রবল পরাক্রান্তশালী আল্লাহ পাকের। সে দিন সকলকে ঠিক ঠিক বিনিময় প্রদান করা হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।–(১৬-১৭)

১০. আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক হতে বলা হয়েছে। যেদিন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। অপরাধী—পাপীদের কোনো বন্ধু নেই এবং তাদের কোনো গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারীও নেই।–(১৮)

১১. ফেরাউন হামানকে বলল, আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, আমি আকাশ পথে উঠে উঁকি মেরে মূসার আল্লাহকে দেখবো, আল্লাহ বলেন, ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হবারই ছিল। (৩৬-৩৭)

১২. মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের আচরণ দেখে দুঃখ করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাও অচিরেই তোমরা আমার আহবানে সাড়া না দেয়ার পরিণতি বুঝতে পারবে। আমি আমার কাজকে আল্লাহর দিকে সমর্পণ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন (উফাওয়িজু আমরি ইলাল্লাহ----------) ।–(৪২-৪৫)

www.amarboi.org

১৩. জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে তোমরা তোমাদের রবের কাছে দোয়া করে আমাদের একদিনের শাস্তি লাঘব করে দাও। তারা বলবে, তোমরা দোয়া কর, বস্তুত কাফের-জাহান্নামীদের দোয়া কবুল করা হবে না।–(৪৯-৫০)

১৪. জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন শুধু হও বলেন, অমনি তা হয়ে যায় এবং হতে থাকে।–(৬৮)

১৫. জাহান্নামীদেরকে বলা হবে, তোমরা এজন্য জাহান্নামে এসেছো যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহংকার করতে।–(৭৫)

সূরা হা-মীম-আস সিজদা–৪১

১৬. হে রাসূল! আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ তবে আমার প্রতি ওহী আসে।–(৬)

১৭. যাদের উপর যাকাত ফরয তারা যদি যাকাত না দেয় তবে হাশরের ময়দানে তাদেরকে কাফিরদের সাথে উঠানো হবে।–(৭)

১৮. বিচার দিবসে মানুষের কর্ণ, চক্ষু, ত্বক যখন বিপক্ষে সাক্ষ দিবে তখন মানুষ আক্ষেপ করে বলবে দুনিয়ায় তোমাদের আমরা কত যত্ন নিয়েছিলাম।–(২০,২১)

১৯. কাফিররা বলত এ কুরআনের বাণী শ্রবণ করো না এবং কুরআনের আলোচনার সময় হট্টগোল করো যাতে মানুষ কুরআন মুখী হতে না পারে।–(২৬)

২০. আল্লাহকে রব মেনে নিয়ে যারা দুনিয়ার জীবনে অটল থাকবে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।–(৩০)

২১. যে ব্যক্তি মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকে, নিজে নেক কাজ করে এবং সর্বাবস্থায় নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয় তার কথাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।–(৩৩)

www.amarboi.org

২২. মন্দ আচরণের জবাবে উত্তম আচরণ দেখাও এটাই ইসলামের নীতি। দেখবে তোমার জানের দুশমনও বন্ধু হয়ে যাবে।–(৩৪)

২৩. কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, কেননা রাসূল (স) ছিলেন আরবী ভাষা ভাষী। আরবী নবীর উপর আযমী ভাষায় কুরআন নাযিল হলে প্রশ্নের উদ্রেক হতো।–(৪৩)

২৪. প্রত্যেক মানুষ ভালো মন্দ যে সমস্ত কাজ করে তা তাদের নিজেদেরই জন্য। আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নহেন।–(৪৬)

❐

www.amarboi.org

২২তম তারাবীহ
(রমযানের ২১তম দিন)
-ঃ ২৫ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. আল্লাহপাকই জানেন কখন কিয়ামত হবে তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো ফল আবরণ মুক্ত হয় না এবং কোনো নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না।-(৪৭)

২. মানুষ ধন-সম্পদ ও উন্নতি কামনায় ক্লান্তিবোধ করে না কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-কষ্ট ও অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।-(৪৯)

৩. মানুষ যখন নেয়ামত প্রাপ্ত তখন বলে এটা আমার যোগ্য প্রাপ্য এবং সে মুখ ফিরিয়ে নেয় আবার যখন কোনো অনিষ্ট বা বিপদ আসে তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে নিঃসন্দেহে এটা কোনো মু'মিনের স্বভাব হতে পারে না।-(৫০-৫১)

সূরা আশ শুরা-৪২

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে খুশি রিযিক বড়িয়ে দেন এবং যাকে খুশি সংকচিত করেন।-(১২)

৫. দীন কায়েম কর এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি কর না। আল্লাহ যাকে খুশি দীনের পথে চলার জন্য বাছাই করেন।-(১৩)

৬. আল্লাহ পাক সত্যসহ কিতাব ও ন্যায়ের প্রতীক তুলাদণ্ড নাযিল করেছেন।-(১৭)

৭. যারা আখেরাতের সফলতা কামনা করবে আল্লাহ তাদেরকে বর্ধিত করে দেন আর যারা দুনিয়ার সফলতা চায় তারা আখেরাতে বঞ্চিত হবে।-(২০)

৮. আল্লাহ যদি দুনিয়ার সব মানুষকে সম্পদশালী করতেন তবে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতো।-(২৭)

www.amarboi.org

৯. মানুষের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তাদের কর্মেরই ফল। অধিকাংশ অপরাধই আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন।–(৩০)

১০. মু'মিনের পরিচয় হলো, তারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্রোধ জাগ্রত হলে ক্ষমা করে দেয়, নামায কায়েম করে সকল কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে করে, আল্লাহর পথে দান সাদকা করে।–(৩৬-৩৮)

১১. যারা মানুষের প্রতি যুলুম করে, দেশে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।–(৪২)

১২. আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা খুশি সৃষ্টি করেন। তিনি কাউকে শুধু কন্যা সন্তান কাউকে শুধু পুত্র সন্তান এবং কাউকে পুত্র-কন্যা মিশ্রিত দান করেন। আবার কাউকে করেন নিঃসন্তান। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।–(৪৯-৫০)

১৩. কোনো মানুষের মর্যাদা এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। তবে তিনি নবীদের সাথে ওহী প্রেরণের মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়ালে থেকে অথবা দূত প্রেরণের মাধ্যমে কথা বলেন।-(৫১)

সূরা যুখরুফ–৪৩

১৪. অমুসলিমরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করে অথচ তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হলে তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে যায় ---- যা ঠিক নয়।–(১৬-১৭)

১৫. কোনো জনপদে যখনই রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে সেই জনপদের বিত্তশালীরা রাসূলদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের পিতৃ পুরুষরদের প্রাপ্ত আদর্শের উপর অটল থেকেছে।–(২৩)

১৬. আল্লাহপাক কাফেরদের ঘর-বাড়ী, ছাদ, সিড়ি, দরজা, পালং সবকিছু স্বর্ণ ও রূপা দিয়ে গড়ে দিতেন যদি এ আশংকা না থাকত যে, সব মানুষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত (কাফের) হয়ে যাবে।–(৩৩-৩৫)

www.amarboi.org

১৭. যারা আল্লাহর হেদায়াতকে গ্রহণ করবে না, শয়তান তাদের হেদায়াত কারী হয়ে যায়।–(৩৬)

সূরা আদ দুখান–৪৪

১৮. নিশ্চয় এ কুরআনকে এক পবিত্র রজনীতে (শবে কদরে) নাযিল করা হয়েছে, এ রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের ফায়সালা করা হয়।–(৩-৪)

১৯. কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজতর করা হয়েছে।–(৫৮)

সূরা জাসিয়া–৪৫

২০. যালিমরা পরস্পরের বন্ধু পক্ষান্তরে পরহেজগারদের বন্ধু আল্লাহ তাআলা।–(১৯)

২১. যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশিকে ইলাহ (পরিচালক) বানিয়ে নিবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, ফলে আল্লাহ তার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়কে সীল করে দেন।–(২৩)

২২. কাফিররা পরকালকে অস্বীকার করে বলে, দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি। মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।–(২৪)

২৩. প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বিচার দিবসে স্বীয় আমলনামার দিকে আহবান করা হবে এবং আমলনামাসমূহ প্রত্যেকের পক্ষে বিপক্ষে ফায়সালা দেয়ার কাজে যথেষ্ট হবে।–(২৮)

২৪. আসমান ও জমীনের সকল বড়াই-শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর জন্য। কোনো বান্দার জন্য অহংকার করা শোভনীয় নয়।–(৩৭)

www.amarboi.org

২৩তম তারাবীহ

(রমযানের ২২তম দিন)

-ঃ ২৬ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা আল আহকাফ-৪৬

১. হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমি অভিনব কোনো রাসূল নই। আমি জানি না আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে এবং তোমাদের সাথেও—আমি তো শুধু আমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ করি মাত্র।-(৯)

২. মানুষদেরকে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে থাকেন। গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানের সময়-সীমা হল ত্রিশ মাস।-(১৫)

৩. কেউ যদি আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। (৩২)

৪. বিচার দিবসের ভয়বহতা ও দীর্ঘতা দেখে পাপী বান্দাদের মনে হবে যে, দুনিয়ায় তারা এক ঘন্টার বেশী অবস্থান করেনি।-(৩৫)

সূরা মোহাম্মাদ-৪৭

৫. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তারা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে।-(১)

৬. তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।-(৭)

৭. আল্লাহ বলেন, যুদ্ধে কাফিরদের গর্দানে আঘাত কর, যখন তাদেরকে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধ। অতপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু আত্মসমর্পণ করবে।-(১৫)

www.amarboi.org

৮. ক্ষমতা পেয়ে যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাদের প্রতি অভিশম্পাত এবং তারাই বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।-(২২-২৩)

৯. হেদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে শয়তান তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।-(২৫)

১০. যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষগুলো প্রকাশ করতে পারবেন না। তিনি ইচ্ছা করলে সকল মুনাফিককে রাসূলকে দেখিয়ে দিতে পারতেন তবে তিনি তা করেননি।-(২৯-৩০)

সূরা আল ফাতাহ-৪৮

১১. যারা ওয়াদা রক্ষা করে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। -(১০)

১২. হে রাসূল ! যারা গাছের নীচে আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল আল্লাহ সেসব মু'মিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন। তাদের অন্তরে প্রশান্তি, নিকটবর্তী বিজয় এবং প্রচুর গনিমতের মাল দান করেছেন।-(১৮-১৯)

১৩. তিনিই আল্লাহ যিনি স্বীয় রাসূল (স)-কে হেদায়াত ও সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে প্রচলিত সরল দীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আর এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট।-(২৮)

১৪. মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং মু'মিনদের প্রতি সহাভূতিশীল হবে এবং দিবা রাতে নামাযের মধ্যে সিজদার কারণে তাদের কপালে চিহ্ন দেখা যাবে।-(২৯)

www.amarboi.org

সূরা আল হুজুরাত-৪৯

১৫. আল্লাহর রাসূলের সামনে উচ্চৈস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে তেমনি আলেম মাসায়েখ ও অলীদের সামনেও উচ্চৈস্বরে কথা বলা আদবের খেলাফ।-(২)

১৬. কোনো সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এরূপ করলে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হবে।-(৬)

১৭. ঈমানদারদের দুই দল কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মীমাংসা করে দেয়ার দায়িত্ব, মুসলমানদেরই মীমাংসা না মানলে আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করতে বলা হয়েছে এবং ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে বলা হয়েছে।-(৯)

১৮. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং ভাইদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হলে সংশোধন করে দাও।-(১০)

১৯. কাউকে হেয় করার জন্য উপহাস করা, বিকৃত নামে ডাকা, মিথ্যা সন্দেহ করা, গীবত করা, গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না।-(১১)

২০. মানুষদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। আল্লাহর নিকট সে-ই বেশী মর্যাদাবান যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে।-(১৩)

সূরা কাফ-৫০

২১. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অন্তরের কল্পনাসমূহও জানেন এবং তিনি মানুষের কণ্ঠনালীর চেয়েও নিকটে আছেন।-(১৬)

২২. যে কথা মানুষ উচ্চারণ করুক তা গ্রহণ করার জন্য সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।-(১৮)

www.amarboi.org

২৩. হে রাসূল! আপনার বিরোধীরা যা বলে তা আমি জানি। আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। যারা প্রতিশ্রুতি দিবসকে ভয় করে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দিন।-(৪৫)

সূরা আয যারিয়াহ-৫১

২৪. বিত্তশালীদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। -(১৯)

❐

www.amarboi.org

২৪তম তারাবীহ

(রমযানের ২৩তম দিন)

-ঃ ২৭ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

১. মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব শয়তানের আনুগত্য করা যাবে না।–(৫৬)

সূরা আত্ তুর–৫২

২. ঈমানদারগণের পরিবার পরিজনেরা যদি ঈমানদার হয় তবে তাদেরকে জান্নাতে একত্রে মিলিত করা হবে। প্রত্যেক মানুষ তার আমলের উপর দায়বদ্ধ।–(২১)

সূরা আন নাজম–৫৩

৩. রাসূল (স) নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বল্লেন না, যা বলেন অহীর ভিত্তিতেই বলেন।–(৩-৪)

৪. মিরাজের রাতে রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে নিজ আকৃতিতে দেখলেন। রাসূল (স) খুব নিকটবর্তী হলেন, তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা কম। অতপর আল্লাহপাক রাসূল (স)-এর উপর অহী পাঠালেন। তিনি (স) আরেকবার জিবরাঈল (আ)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় দেখেছেন।–(৬-১৪)

৫. যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে তাদের জ ন্য ক্ষমা রয়েছে।–(৩২)

৬. মানুষ চেষ্টা করে তাই সে অর্জন করে।–(৩৯)

www.amarboi.org

সূরা আল কামার–৫৪

৭. কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজতর করা হয়েছে, তোমরা কেউ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী আছো কি ?–(১৭)

সূরা আর রহমান–৫৫

৮. আল্লাহ দয়াময়, তিনি মানুষ সৃষ্টি করে কুরআন শিখিয়েছেন, কথা বলার ভাষা শিখিয়েছেন, হিসাব গণনার জন্য চন্দ্র সূর্য দিয়েছেন।–(১-৫)

৯. ওজন পরিমাপ ইনসাফ কর, কম দিও না।–(৯)

১০. আল্লাহ তাআলা দুই সমুদ্রকে পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না। উভয় সমুদ্রে উৎপন্ন হয় মোতি প্রবাল। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসম জাহাজগুলো আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে।–(১৯-২৪)

১১. পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আল্লাহর শান অবশিষ্ট থাকবে।–(২৬-২৭)

১২. মানুষ ও জ্বিন জাতি যদি আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে চায় তবে তারা তা পারবে না।–(৩০)

১৩. জান্নাতি বান্দাদের জন্য অসংখ্য বাগান, ফল-মূল ও আনত নয়না হুর প্রদান করা হবে যাদেরকে পূর্বে কোনো মানব-জীন স্পর্শ করেনি।–(৪৬-৫৬)

সূরা আল ওয়াকেয়া–৫৬

১৪. কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন দলে ভাগ করা হবে (৭-১১)

ক) ডান দিকের এক দল যারা অতি ভাগ্যবান।

খ) বাম দিকের এক দল যারা হতভাগ্য।

গ) অগ্রবর্তী এক দল যারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত।

www.amarboi.org

১৫. জান্নাতীদের বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা পানপাত্র ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে যা পান করলে তাদের মাথা ধরবে না বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিসম্মত পাখির গোশত নিয়ে। তথায় থাকবে আনত নয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির মত। তারা সেখানে কোনো অবান্তর ও খারাপ কথা শুনবে না। শুধু শুনবে সালাম আর সালাম। ওরা থাকবে কাঁটাবিহীন ফুল বৃক্ষে এবং কাদি কাদি কলায় দীর্ঘ ছায়ায় প্রবাহিত পানিতে প্রচুর ফলমূলে যা শেষ হবার নয়। আর থাকবে সমুন্নত শয্যায় জান্নাতী নারীদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা।–(১৫-৩৭)

১৬. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্ন করি ? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি।–(৬৩-৬৫)

১৭. পাক-পবিত্র ছাড়া কেউ কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।–(৭৯)

সূরা আল হাদীদ–৫৭

১৮. আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। কেননা আসমান ও যমীনের মালিকানা তো আল্লাহরই। যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা তাদের সমকক্ষ নয় যারা মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে।–(১০)

১৯. বিচার দিবসে মু'মিনদের চারপাশে নূর চমকাবে পক্ষান্তরে মুনাফিকদের চারপাশে থাকবে অন্ধকার।–(১২-১৩)

২০. মুনাফিকরা যেহেতু সন্দেহ নিয়ে আমল করত এবং দুনিয়ায় চাকচিক্যের পেছনে দৌড়াতো তাই আখেরাতে তারা বঞ্চিত হবে।–(১৪)

www.amarboi.org

২১. আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যে জান্নাতের প্রশস্ততা হল আসমান ও যমীনের মত বিশাল আর যা ঈমানদারদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।–(২১)

২২. তোমাদের জীবনে এবং পৃথিবীতে যেসব মুসিবত আসে তা আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী হয়ে থাকে এটা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।
–(২২)

২৩. যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করতে বলে তারা হতভাগ্য।–(২৪)

www.amarboi.org

২৫ তারাবীহ

(রমযানের ২৪তম দিন)

-ঃ ২৮ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা মুযাদালা-৫৮

১. যারা স্ত্রীদেরকে মায়ের সাথে তুলনা (জিহার) করবে তারা কাফ্ফারা হিসেবে একজন গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস রোযা রাখবে অথবা ষাটজন মিসকিন খাওয়াবে।-(২)

২. কোনো পাপাচার আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতার জন্য গোপন পরামর্শ—ষড়যন্ত্র করা যাবে না। নেকী ও আল্লাহ ভীতির কাজের জন্য গোপন পরামর্শ করা যাবে।-(১-১০)

সূরা আল হাশর-৫৯

৩. শয়তানের কাজ হলো, সে মানুষকে কুফরী করতে বলে। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন শয়তান কেটে পড়ে।-(১৬)

৪. প্রত্যেক মানুষেরই ভেবে দেখা উচিত, সে আগামীকালের (পরকালের) জন্য কি প্রেরণ করেছে।-(১৮)

৫. যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো তাহলে দেখা যেতো যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।-(২১)

৬. আল্লাহ বিরাজমান, শান্তিদাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। অতএব তাঁরই মহিমা ঘোষণা কর।-(২৩-২৫)

সূরা আল মুমতাহিনা-৬০

৭. মু'মিনদেরকে আল্লাহর শত্রু তথা বেদীনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে।-(১)

www.amarboi.org

৮. মহানবী (স) মু'মিন নারীদের থেকে আল্লাহর সাথে শির্ক না করার, চুরি না করার, অপবাদ না দেয়ার, সৎকাজে বাধা না দেয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন।-(১২)

সূরা আস্ সফ-৬১

৯. মু'মিনদেরকে কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে বলা হয়েছে।-(২-৩)

১০. কাফিররা চায় দীন ইসলামকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তার দীনকে পূর্ণতা দান করবেনই।-(৩)

১১. মুশরিকরা অপসন্দ করলেও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্যদীন ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছেন ইসলামকে প্রচলিত সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করার জন্য।-(৯)

১২. পরকালীন আযাব থেকে বাঁচতে হলে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে।-(১০)

সূরা আল জুমআ-৬২

১৩. আপনি বলুন, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও।-(৬)

১৪. মানুষ যে মৃত্যু থেকে পলায়নের চেষ্টা করে সে মৃত্যুর সাথে তার সাক্ষাত হবেই।-(৮)

১৫. জুমআর দিন যখন নামাযের আহবান করা হয় তখন সকল প্রকার কাজ বন্ধ করে মসজিদে আসতে হবে।-(৯)

১৬. নামাযের পর রিযিক অনুসন্ধানের জন্য জমীনে ছড়িয়ে পড়তে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন।-১০

www.amarboi.org

সূরা মুনাফিকূন—৬৩

১৭. সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের মহব্বত যেন আল্লাহর ইবাদাত থেকে গাফেল না করে।–(৯)

১৮. মৃত্যু আসার আগেই সাধ্যমত দান খয়রাত কর।–(১০)

সূরা আত্ তাগাবুন—৬৪

১৯. হাশরের দিন হবে পরাজয়ের দিন—বিনিময়ের দিন।–(৯)

২০. ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষা স্বরূপ, তাদের মহব্বত যেন আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা সৃষ্টি না করে।–(১৫)

সূরা আত তালাক-৬৫

২১. স্ত্রীগণকে তালাক না দেয়াই ইসলামের নীতি, তবে প্রকাশ্য ব্যভিচারী হলে তালাক দেয়া যাবে।–(১)

২২. তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে ইদ্দত (তিন পবিত্রাবস্থা) পালন করতে হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা সন্তানকে দুধ পান করালে স্বামীরা তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে।–(১, ৪, ৬)

সূরা আত তাহরীম—৬৬

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর।–(৬)

২৪. বিশুদ্ধ নিয়তে তাওবা (তাওবা নসুহা) করতে বলা হয়েছে।–(৮)

২৫. বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হযরত নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর স্ত্রীদ্বয় গেল জাহান্নামে আর ঈমানদারী ও সততার জন্য ফেরাউনের স্ত্রী গেল জান্নাতে।–(১০-১১)

www.amarboi.org

২৬তম তারাবীহ
(রমযানের ২৫তম দিন)
-ঃ ২৯ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা আল মুলক—৬৭

১. আল্লাহ পাক মৃত্যু ও জীবনকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি পরীক্ষা করে নিতে চান কে বেশী ভাল আমলকারী।–(২)

২. আল্লাহ পাক কর্ণ, চক্ষু, অন্তর প্রভৃতি নেয়ামত দিয়ে মানুষকে ধন্য করেছেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার শুকরিয়া আদায় করে না।–(২৩)

সূরা আল কালাম—৬৮

৩. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার নিয়ত বা সংকল্প করার সময় "ইনশাআল্লাহ" বলা প্রয়োজন।–(১৮)

৪. হাশরের মাঠে মানুষকে সেজদা করতে বলা হবে। যারা দুনিয়াতে নামায পড়েনি তারা সেদিন সেজদা করতে সক্ষম হবে না।
-(৪২-৪৩)

৫. কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা চক্ষু অগ্নিশর্মা করে রাসূলের দিকে তাকায় যেন রাসূলকে আছড়িয়ে ফেলবে এবং তারা বলে, এতো এক পাগল।–(৫১)

সূরা আল হাক্কাহ—৬৯

৬. হাশরের ময়দানে যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমার আমলনামা পড়ে দেখ! পক্ষান্তরে যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে বলবে, যদি

www.amarboi.org

আমলনামা দেয়াই না হতো ! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ কোনো উপকারে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। বলা হবে, একে ধরে গলায় শিকল পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।–(১৯-৩১)

সূরা আল মাআরিজ–৭০

৭. বিচার দিবসে কোনো বন্ধু অপর কোনো বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও পরস্পর দেখা সাক্ষাত হবে। সেদিন মানুষ নিজের নাজাতের মুক্তিপণ হিসেবে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং পৃথিবীর সবকিছু দিতে চাইবে কিন্তু তারা মুক্তি পাবে না।–(১০-১৫)

৮. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্ত করে, যখন সে বিপদে পড়ে হতাশ হয়ে যায়, আবার যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তখন কৃপণতা করে।–(১৯-২১)

৯. জাহান্নামের আযাব থেকে তারাই মুক্তি পাবে যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করবে, সত্যসাক্ষ্য দিবে এবং সালাতে যত্নবান হবে।–(২২-৩৪)

সূরা আন নূহ–৭১

১০. হযরত নূহ (আ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিতেন তখন তারা কানের মধ্যে আঙুল প্রবেশ করাতো, বস্ত্র দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে নিত, নিজেদের গোমরাহীর উপর জিদ ধরে থাকত এবং অহংকার করত।–(৭)

১১. হযরত নূহ (আ) নয় শত পঞ্চাশ বছর মানুষকে দীনের পথে আহবান করেছেন পরিশেষে কাফিরদের জন্য বদদোয়া করেছেন।
–(২৬)

www.amarboi.org

সূরা জ্বীন—৭২

১২. হে রাসূল! আপনি বলে দিন। আল্লাহ ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়দাতাও নেই। যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করবে তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।—(২২-২৩)

সূরা মুয্যাম্মিল—৭৩

১৩. মু'মিনদেরকে থেমে থেমে বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।—(৪)

১৪. ফেরাউন মূসা (আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দেয়নি ফলে আল্লাহ তাকে সদলবলে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।—(১৫-১৬)

১৫. কেয়ামতের দিনের বিভীষিকা দেখে বালকরাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে।—(১৭)

১৬. তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং নিজেদের ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।—(২০)

সূরা মুদ্দাস্‌সির—৭৪

১৭. তোমরা নিজেদের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর।—(৪-৫)

১৮. মানুষ তার কৃতকর্মের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।—(৩৮)

১৯. জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করবে, তোমরা জাহান্নামে এলে কেন, তারা বলবে—আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে খাবার দিতাম না, সমালোচকদের সাথে বসে সমালোচনা করতাম।

—(৩৯-৪৫)

www.amarboi.org

সূরা আল কিয়ামাহ—৭৫

২০. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্রিত করব না বরং আমি তার আঙুলগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।–(৩-৪)

২১. হে রাসূল! কুরআন নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহবাকে বেশী সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই তা একত্রীকরণ ও পঠনের দায়িত্ব আমার। অতএব যখন তা আপনার সামনে পড়া হয় তখন পঠনের অনুসরণ করুন।–(১৬-১৮)

সূরা আদ দাহর—৭৬

২২. তাদেরকে নারী ও পুরুষের মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি দেয়া হয়েছে— এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখ করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না।–(১-২,৯)

সূরা আল মুরসালাত—৭৭

২৩. আফসোস সেসব মিথ্যাবাদীদের জন্য যাদেরকে রুকূ'-সেজদা করতে বলা হলে তারা তা করে না।–(৪৭-৪৮)

❐

www.amarboi.org

২৭তম তারাবীহ

(রমযানের ২৬তম দিন)

-ঃ ৩০ পারা সম্পূর্ণ ঃ-

সূরা আন নাবা–৭৮

১. বিচার দিবসে জিবরাঈল (আ) সহ সকল ফেরেশতাগণ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে, কেউ অনুমতি ছাড়া কোনো কথা বলবে না।-(৩৮)

২. কেয়ামতের দিন ভয়াবহতা দেখে কাফিররা মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে।–(৪০)

সূরা আন নাযিআত–৭৯

৩. যারা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় রেখে জীবনযাপন করবে এবং নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখবে তাদের আবাসস্থল হবে জান্নাত।–(৩৭-৪১)

সূরা আবাসা–৮০

৪. হাশরের ময়দানের প্রত্যেক মানুষ স্বীয় পুত্র, পিতা-মাতা, স্ত্রী থেকে পলায়ন করবে।–(৩৪-৩৬)

সূরা আত তাকভীর–৮১

৫. কুরআন হলো বিশ্বজগতের সকলের জন্য উপদেশ গ্রন্থ। অতএব তোমরা যারা ইচ্ছা কর এর দ্বারা সঠিক পথ পাবে।–(২৮)

www.amarboi.org

সূরা আল ইনফিতার—৮২

৬. প্রত্যেক মানুষের সাথে "কেরামান কাতেবীন"—সম্মানিত লেখকদ্বয় রয়েছেন। তারা তোমাদের আমলসমূহ লিখছেন। নিসন্দেহে নেক্‌কার বান্দারা জান্নাতে এবং পাপীরা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।–(১১-১৪)

সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন—৮৩

৭. মানুষের স্বভাব হলো, যখন ওযন পরিমাপ করে দেয় তখন কম দেয়, আবার যখন ওযন পরিমাপ করে নেয় তখন বেশী নেয় এটা নিষিদ্ধ।–(২-৩)

৮. অপরাধিরা পার্থিব জীবনে মু'মিনদেরকে উপহাস করতো, টিপ্পনী কাটতো এবং পথভ্রষ্ট মনে করতো, বিচার দিবসে মু'মিনগণ কাফিরদের উপহাসের জবাব দিবে।–(২৯-৩৪)

সূরা আল ইনশিকাক—৮৪

৯. যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের কাছে হাসি-খুশিভাবে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে পিছন থেকে আমলনামা দেয়া হবে—সে মৃত্যুকে আহবান করতে থাকবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।–(৭-১২)

সূরা আল বুরুজ—৮৫

১০. যারা মুসলমান নর-নারীকে কষ্ট দেয় অতপর ক্ষমা প্রার্থনা করে না তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।–(১০)

সূরা আত তারেক—৮৬

১১. নিশ্চয়ই কাফিররা রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আল্লাহও তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন।–(১৫-১৬)

www.amarboi.org

সূরা আল আ'লা-৮৭

১২. যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করেছে ও নামায আদায় করেছে সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে।-(১৪-১৫)

সূরা আল গাশিয়া-৮৮

১৩. হে রাসূল! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনাকে দারোগা করে পাঠানো হয়নি যে, লোকদেরকে জোর করে হুকুম মানাতে হবে।
-(২১-২২)

সূরা আল ফাজ্‌র-৮৯

১৪. হে প্রশান্ত আত্মা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এমন সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করো যেন তিনিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।-(২৭-২৮)

সূরা আল বালাদ-৯০

১৫. ডান দিকের অধিবাসী তারাই যারা ঈমান এনেছে, সকল অবস্থায় সবর করেছে এবং দয়া ও করুণা করার উপদেশ দিয়েছে। আর যারা আল্লাহর কুরআনকে অস্বীকার করেছে তারাই হলো বাম দিকের অধিবাসী।-(১৭-১৯)

সূরা আশ শামস-৯১

১৬. আল্লাহপাক প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা ও সৎ প্রবণতা ঢেলে দিয়েছেন। যারা পরিশুদ্ধ থাকবে তারা সফল হবে আর যারা নিজেদেরকে কলুষিত করবে তারা ব্যর্থ হবে।-(৮-১০)

www.amarboi.org

সূরা আল লাইল—৯২

১৭. যে ব্যক্তি দানশীল হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং উত্তম কাজকে সত্য বলে মেনে নিবে তার হিসাব সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করবে, উত্তম জিনিসকে মিথ্যা মনে করবে তার হিসাব কঠিন হবে।–(৫-১০)

সূরা আদ দুহা—৯৩

১৮. এতিমদেরকে ধমকাইওনা এবং প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।–(৯-১০)

সূরা আলাম নাশরাহ—৯৪

১৯. নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ রয়েছে এবং কঠিন সমস্যার পরে সহজ সমাধান রয়েছে।–(৫-৬)

সূরা আত তীন-৯৫

২০. মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর তার অপকর্মের কারণে নিকৃষ্ট স্তরে নামানো হয়। তবে তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।–(৪-৬)

সূরা আল আলাক—৯৬

২১. পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।–(১)

সূরা আল কদর—৯৭

২২. নিশ্চয় কুরআন মজীদ শবে কদরে নাযিল করা হয়েছে, আর কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম।-(১-৩)

www.amarboi.org

সূরা আল বাইয়েনাহ–৯৮

২৩. মানুষদেরকে স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করতে বলা হয়েছে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করতে বলা হয়েছে। -(৫)

সূরা যিলযাল–৯৯

২৪. কিয়ামতের দিনে পৃথিবীর উপরিভাগ যখন প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে, তখন মানুষ বলবে, পৃথিবীর কি হলো? সেদিন আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সকল ঘটনা বর্ণনা করে দিবে।–(১-৬)

২৫. মানুষ তার আমলনামায় অণু পরিমাণ নেকি ও বদী বিচার দিবসে দেখতে পাবে।–(৭-৮)

সূরা আল আদিয়াত–১০০

২৬. নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ স্বীয় রবের প্রতি আকৃষ্ট।–(৫)

সূরা আল কারিয়াহ–১০১

২৭. যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তাদের জীবন হবে আরামদায়ক। আর যাদের হালকা হবে তারা হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।-(৬-৯)

সূরা আত তাকাসুর-১০২

২৮. প্রত্যেক মানুষকেই তার প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।–(৮)

সূরা আল আসর–১০৩

২৯. সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে তবে তারা নয়–যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, মানুষকে হক পথে চলার ও সবরের উপদেশ দিয়েছে।–(১-৩)

www.amarboi.org

সূরা হুমাযা–১০৪

৩০. যারা সামনে এবং পিছনে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার ও দোষ প্রচার করে তাদের জন্য আফসোস !–(১)

সূরা ফীল–১০৫

৩১. আবরাহার হস্তিবাহিনীকে আবাবীল পাখি দিয়ে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন।–(১-৫)

সূরা কুরাইশ–১০৬

৩২. যিনি ক্ষুধার সময় আহার যোগান এবং ভয়ের সময় নিরাপত্তা দেন—সেই প্রভুর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করো।–(৩-৪)

সূরা আল মাউন–১০৭

৩৩. যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, লোক দেখানো নামায আদায় করে এবং প্রতিবেশীকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করে না তাদের ধ্বংস অনিবার্য।–(৩-৬)

সূরা আল কাউসার–১০৮

৩৪. তোমার রবের জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।–(২)

সূরা আল কাফিরূন–১০৯

৩৫. যার যার কর্মফল তার তার জন্য।–(৬)

সূরা আন নাসর–১১০

৩৬. যে কোনো সফলতার পর তোমার রবের প্রশংসা কর এবং ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।–(৩)

www.amarboi.org

সূরা লাহাব—১১১

৩৭. আবু লাহাব ও তার স্ত্রীকে আল্লাহপাক ধ্বংস করে দিয়েছেন—তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি কোনো কাজে আসেনি।–(১-৫)

সূরা ইখলাস—১১২

৩৮. আল্লাহ এক, মুখাপেক্ষিহীন। তার কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন, তার সমকক্ষ কেউ নেই।–(১-৪)

সূরা আল ফালাক ও আন নাস—১১৩-১১৪

৩৯. তোমার প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর—সকল মাখলুকাতের অনিষ্ট থেকে এবং জীন ও মানুষ শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে।–(১-৬)

সমাপ্ত

www.amarboi.org

গ্রন্থপুঞ্জি

১. বঙ্গানুবাদ আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)।

৩. তাফহীমুল কুরআন—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৪. ইসলামী জ্ঞানকোষ—মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

৫. দারসুল কুরআন—এ. জি. এম. বদরুদ্দোজা

৬. আল কুরআনের নির্বাচিত আয়াত—রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী ও শাহিন আকতার আঁখি

৭. উলুমূল কুরআন—আল্লামা তকী উসমানী (র)

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  – মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহ্‌মদ আত তাহাবী (র)
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি
  – আল্লামা আল বাহী আল খাওলী
- ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন
  – আবদুল মান্নান তালিব
- আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
  – সাইয়েদ কুতুব
- ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
  – মোস্তফা মাশহুর
- তাফসীরে সাঈদী
  – মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
- পত্রাবলী(১-২ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- সংগ্রামী নারী
  – মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান
- ইসলামী সমাজে নারী
  – সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  – অধ্যাপক গোলাম আযম